ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-286 ■ 26 July, 2025 ■ আগরতলা ২৬ জুলাই, ২০২৫ ইং ■ ৯ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## সীমান্তে পাচার বাণিজ্য রোধে বিএসএফের গুলি নিহত দুই বাংলাদেশী পাচারকারী, আহত এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ২৫ জুলাই।।** পাচার বাণিজ্য প্রতিরোধে বিএসএফের গুলি দুই বাংলাদেশি পাচারকারীর মৃত্যু হয়েছে। আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছে। ভারতীয় পাচারকারীরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। বিলোনিয়া থানার অন্তর্গত আমজাদ নগর সীমান্তে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকাজুড়ে। সীমান্তে টহলদারি জোরদার করা হয়েছে।

জানা গেছে, রাত প্রায় এগারোটার দিকে বিএসএফ-এর ৪৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের ই কোম্পানির জওয়ানরা সীমান্ত পিলার ২১৬৪/১৩-এস-এর কাছাকাছি এলাকায় টহল দেওয়ার সময় দেখতে পান কয়েকজন ব্যক্তি রাতের অন্ধকারে বাংলাদেশের দিক থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে পাচার সামগ্রী নিয়ে প্রবেশ করছে। চ্যালেঞ্জ করা হলে পাচারকারীরা বিএসএফের উপর ইট-পাথর ছোঁড়ে এবং ধারালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ চালায়। আত্মরক্ষার্থে বিএসএফ গুলি চালাতে বাধ্য হয়। গুলিতে তিন বাংলাদেশি গুরুতর আহত হয়। তাদের মধ্যে লিটন গাজি (৩২), পিতা- গাছি মিয়া, বাড়ি পরশুরাম থানার বাসপদুয়া এলাকায় তাকে বিএসএফ জওয়ানরা বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। অপর আহত দুজনের মধ্যে মিলিয়াস হুসেনকে ফেনী হাসপাতালে নেবার পথে তার মৃত্যু হয়। তৃতীয় ব্যক্তি অবতাব আলী বর্তমানে চট্টগ্রাম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনাস্থল থেকে বিএসএফ ১৫ হাজার পাতা নিষিদ্ধ যৌনবর্দক ট্যাবলেট ও কয়েক কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। বিলোনিয়া থানার ওসি শিবু রঞ্জন দে পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। বিজিবি ও বিএসএফের মধ্যে পতাকা বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। বিজিবির পক্ষ থেকে প্রতিবাদলিপি পাঠানো হয়েছে। বিজিবি ফেনী ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোশারফ হোসেন বলেন, পাচার বাণিজ্যের কারণেই তারা সীমান্ত অতিক্রম করেছিল। বিএসএফ তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। এ ধরনের ঘটনা সীমান্তে একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত।

নিহত অপর ব্যক্তি মো. মিল্লাত (২১), পিতা- মোঃ ইউসুফ, ও আহত মো. আফসার (৩২), পিতা- এয়ার আহমেদ সকলেই বাংলাদেশের বাঁশপদুয়া এলাকার বাসিন্দা। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

এদিকে আজ রাত ৮ টা সাত মিনিট থেকে নয়টা পর্য্যন্ত বিএসএফ ও বিজিবি বিলোনিয়া মুহুরী ঘাট সীমান্তে পতাকা বৈঠক করেছে। এরপর লিটনের মৃতদেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ভারতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া বি এস এফ-র ৪৩ নং ব্যাটেলিয়ানের কোম্পানি কমান্ডার ইন্সপেক্টর আনন্দ খুশকি, বিলোনিয়া থানার ওসি শিবু রঞ্জন দে এবং এস আই রাহুল জমাতিয়া। বাংলাদেশের পক্ষে বিজিবি-র ৪ নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট এম ডি মুসারফ হোসেন, এছাড়াও ছিলেন ওসি পরশুরাম থানা।

## রাজাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পর্যটনের নির্দশন ধ্বংসের চেষ্টা করেছিল বাম সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** ত্রিপুরা রাজ্যে পর্যটন ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্য সরকার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের আরো প্রচার ও প্রসার করতে হবে। মহারাজাদের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ধর্মীয় পর্যটনের নিদর্শন ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল আগের সরকার। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার এখন সেগুলির পুনরুদ্ধার ও নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুলছে।

আজ সিপাহীজলা জেলার কমলাসাগরস্থিত কসবা কালী মন্দির পরিসরে কমলাসাগর এবং ভার্চুয়ালি চতুর্দশ দেবতা মন্দিরের পর্যটন পরিকাঠামো উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। এডিবি (এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক) এর আর্থিক সহায়তায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আগে জাতীয় সড়ক থেকে কসবেশ্বরী মন্দিরে আসতে হলে রাস্তার জন্য অসুবিধা হতো। তাই এই সড়কের উন্নয়নে আমি পূর্ত দপ্তরের সচিব ও ইঞ্জিনিয়ারদের সাথে কথা বলি। সে মোতাবেক প্রায় ৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সড়কের উন্নয়ন করা হয়। আর এখন খুব অল্প সময়ের মধ্যে মায়ের মন্দিরে আসা যায়। এডিবির আর্থিক সহায়তায় কসবেশ্বরী মন্দির ও চতুর্দশ দেবতা মন্দির নতুন আঙ্গিকে সাজিয়ে তোলা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবারই পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তাঁর নির্দেশিত দিশায় আমরাও পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছি। এবারের বাজেটে পরিকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ৭,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। স্কুল, কলেজ, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া সহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এডিবি ছাড়াও ওয়ার্ল ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কারণ টাকা খরচ করলেই টাকা আসবে। পর্যটন ক্ষেত্রের সৌন্দর্য্যায়নের সাথে সাথে বাইরে থেকেও মানুষ এখানে আসবেন। এতে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবন জীবিকা আরো উৎকৃষ্ট মানের হবে। আজ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হওয়া দুটি ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্রের পরিকাঠামো উন্নয়ন যাতে উচ্চমানের হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। কসবেশ্বরী মন্দিরে আয়োজিত ভাদ্র মেলায় প্রচুর পরিমাণে মানুষের সমাগম হয়। একইভাবে চতুর্দশ দেবতা মন্দিরে আয়োজিত ৭দিন ব্যাপী ঐতিহ্যবাহী খারচি মেলা ও উৎসবেও লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, চলতি বছরে এখন পর্য্যন্ত আমি রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় ৭৭২ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছি। এই সরকার ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

## ছাত্রীর সাথে অশোভন আচরণ, কমলপুর কলেজের সহকারী অধ্যাপক বরখাস্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** ধলাই জেলার কমলপুরে অবস্থিত গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজের সহকারী অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদারকে শুক্রবার বরখাস্ত করেছে উচ্চশিক্ষা দফতর। এক ছাত্রীকে নিয়ে কলেজ ক্যাম্পাসে অশোভন আচরণের একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সরকারি আদেশ অনুযায়ী, ২৪ জুলাই প্রকাশিত এক প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। কলেজের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি প্রাথমিক তদন্তের পর এই প্রতিবেদন জমা দেয়, যা কলেজের প্রিন্সিপাল ফরোয়ার্ড করেন দফতরে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, অভিযুক্ত অধ্যাপক নিজেও ঘটনাটিকে 'ভুল' বলে স্বীকার করেছেন।

আদেশপত্রে বলা হয়েছে, কলেজ চত্বরে এমন আচরণের মাধ্যমে ড. মজুমদার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মর্য্যাদা ও শৃঙ্খলা লঙ্ঘন এবং শিক্ষকতার নৈতিকতাকে অবমাননা করেছেন। চাকরিবিধির আওতায় কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিস (শ্রেণীবিভাগ, নিয়ন্ত্রণ ও আপিল) বিধি ১৯৬৫-এর নিয়ম ১০ (১) অনুসারে ড. শান্তনু মজুমদারকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হয়েছে। এই নির্দেশে রাজ্যের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমারের স্বাক্ষর ছিল।

বরখাস্ত থাকাকালীন সময়ে তাঁর সদর দপ্তর থাকবে দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনিয়া স্থিত আইসিভি কলেজ। তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আইসিভি কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে রিপোর্ট করতে এবং অনুমতি ছাড়া কর্মস্থল ত্যাগ করে কোথাও না যেতে।

এই আদেশের কপি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জিডিসি কমলপুর, আইসিভি কলেজ বিলোনিয়া এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে। স্থানীয় শিক্ষামহলে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ঘটনার জেরে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

## ঢাকায় বিমান দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসায় ভারতীয় মেডিক্যাল টিম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২৫ জুলাই।।** ২১ জুলাই ঢাকার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার পর গুরুতর আহত রোগীদের চিকিৎসায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বর্তমানে বাংলাদেশে রয়েছে ভারতীয় মেডিকেল টিম। সেখানে তারা আহতদের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করছে।

শুক্রবার ভারতীয় মেডিকেল টিম ঢাকার জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে দ্বিতীয় দফা পরামর্শে অংশগ্রহণ করেছে। তারা ইনস্টিটিউটের চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, কয়েকজন আহত রোগীর সঙ্গেও দেখা করে তাদের শারীরিক অবস্থার যাবতীয় খোঁজখবর নিয়েছেন।

ভারতীয় মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা ইনস্টিটিউটের চিকিৎসকদের সঙ্গে চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও প্রোটোকল নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন। পাশাপাশি, তারা গুরুতর আহতদের চিকিৎসার ক্ষেত্রে কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি ও গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।ভারত সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মানবিক সহানুভূতির ভিত্তিতে ভারত বাংলাদেশের পাশে থেকে এই সংকটময় পরিস্থিতিতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। দুই দেশের মধ্যে চিকিৎসা ও মানবিক সহযোগিতার এই নিদর্শন দুই প্রতিবেশীর বন্ধুত্বের সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

## অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ সোনামুড়া বাঁশ বাজারের ফুট ব্রীজ, ক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৫ জুলাই।।** অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হলো সোনামুড়া বাঁশবাজারস্থিত স্টিল ফুট ব্রীজ। মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে জারি করা হলো বিজ্ঞপ্তি। ২৫ জুলাই শুক্রবার মহকুমা শাসকের পক্ষ থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয় স্টিল ফুট ব্রীজের উভয় পাশে। পাশাপাশি আপাৎকালীন সময়ের জন্য বাঁশ দিয়ে চলাচলের পথে বেঁধে দেওয়া হয়, যেন যানবাহন থেকে শুরু করে সাধারন মানুষের যাতায়াত বন্ধ থাকে।

উল্লেখ্য দীর্ঘদিন যাবত এই ঝুলন্ত সেতুটি জরাজীর্ণ দশা অবস্থায় রয়েছে যেকোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনা সম্ভাবনা প্রবল। বিভিন্ন সময়ের সংবাদ মাধ্যমে এ বিষয়ে সংবাদ ও প্রকাশিত হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতে মহকুমা প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের একটি দল সেতুটি পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনির্দিষ্টকালের জন্য সেতুটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ডিসিএম প্রবীর সাহা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করার অনুরোধ জানিয়ে বলেন মানুষের জীবন থেকে মূল্যবান কিছুই হতে পারে না তাই মহকুমা প্রশাসনকে যেন সময় দেওয়া হয় সেতুটি সারাই করে দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি তিনি বলেন নতুনভাবে সেতু নির্মাণের টেন্ডারও ডাকা হয়েছে। পাশাপাশি নতুনভাবে সেতু নির্মিত হওয়ার পূর্বে যেন পুরাতন এই সেতুটিকে সাড়াই করে পুনরায় চলাচলের উপযোগী করে দেওয়া যায় সে বিষয়েও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাই স্বল্প কিছু দিন অসুবিধা হলেও যেন সকলে প্রশাসনকে সহযোগিতা করেন।

## নয় মাস ধরে শ্রীনাথপুরে পানীয় জলের সংকট, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** দীর্ঘ নয় মাসেরও অধিক সময় ধরে পানীয় জলের অভাবে চরম দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন শ্রীনাথপুর এলাকার বাসিন্দারা। অবশেষে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে আজ সড়ক অবরোধে নামে ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নয় মাস আগে ধরে পানীয় জলের সমস্যা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন এলাকাবাসী। তাদের একমাত্র অবলম্বন পুকুর ও খাল বিলের জল। এই সমস্ত অস্বাস্থ্যকর পানীয় জল পান করে জীবন বাঁচিয়ে রেখেছেন তারা। একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে মেরামতির আবেদন জানানো হলেও প্রশাসন কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলস্বরূপ, দীর্ঘদিন ধরে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন এলাকাবাসীরা। বিষয়টি নিয়ে বারবার অবহিত করা হলেও কোনো সাড়া না পেয়ে বাধ্য হয়েই সড়ক অবরোধে নামেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশবাহিনী। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত পাইপলাইন সংস্কারের আশ্বাস দেওয়ায় অবরোধ তুলে নিয়েছেন গ্রামবাসীরা। এলাকাবাসীরা জানান, তাঁরা আর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস রাখতে পারছেন না এবার যেন দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রশাসন। না হলে ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন তারা।

### মন্ত্রীর মুখমন্ডল বিকৃত করায়

## অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের দাবিতে থানায় নেতৃত্ব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২৫ জুলাই।।** গোমতি জেলায় মন্ত্রী প্রণোজিৎ সিংহ রায়ের ফ্লাক্সে উনার মুখমন্ডল বিকৃত করার অভিযোগে দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক স্বাস্থ্যের দাবিতে আজ রাধাকিশোর পুর থানার দ্বারস্থ হল রাধাকিশোরপুর মন্ডল বিজেপির নেতৃত্বরা।

উদয়পুর বন্দুয়ার জহর নবোদয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে কিছুদিন আগে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের ৫১ পীঠের ভূমি পূজন ও শিলান্যাস করার সময় সকল অতিথিদের ফ্লাক্স লাগানো হয়েছিল। ৩১রাধা কিশোরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের অর্থ পরিকল্পনা সমন্বয় ও তথ্য দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের ফ্ল্যাক্সের মধ্যে কে বা কাহারা নিম্ন মানসিকতার পরিচয় দিয়ে উনার মুখমন্ডলকে বিকৃত করে দিয়েছেন। আজ এই ঘৃণ্য কাজের জন্য দায়ী প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে রাধাকিশোরপুর মন্ডল এর পক্ষ থেকে মন্ডল সভাপতি সানি সাহার নির্দেশে এক প্রতিনিধি দল রাধাকিশোরপুর থানায় যায় ও ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

### মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে উদ্ধার হল এক অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ। বাজার থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

স্থানীয়রা আজ সকালে ওই ব্যক্তিকে মহারাজগঞ্জে মাছ বাজার সংলগ্ন রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা বাজারে এসে অপরিচিত ব্যক্তিকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওই ব্যক্তিকে মৃত বলে ঘোষণা করে। ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় সম্পর্কে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

### কলেজে ভর্তি কেলেঙ্কারি

## প্রতিবাদে সরব এসএফআই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই।।** ত্রিপুরার সাধারণ ডিগ্রী কলেজগুলোতে ভর্তি কেলেঙ্কারি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভর্তি কেলেঙ্কারির সাথে শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বরা ওতপ্রতভাবে জড়িত রয়েছে। অবিলম্বে জড়িতদের চিহ্নিত করে উপযুক্ত শাস্তির মাধ্যমে এসমস্ত ঘটনার লাগাম টানতে হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন এসএফআই রাজ্য সম্পাদক সৃজন দেব।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে রাম ঠাকুর কলেজ, কমলপুর কলেজ সহ বিভিন্ন কলেজের চলমান ঘটনা নিয়ে তীব্র নিন্দা জানিয়েছে এসএফআই। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি প্রীতম শীল, রাজ্য সম্পাদকমন্ডলের সদস্য কৌশিক পাঠারি, অলক দেব এবং ডঃ সৌখিন চক্রবর্তী।

এদিন রাজ্য সম্পাদক সৃজন দেব বলেন, কিছুদিন ধরে রামঠাকুর কলেজে ভর্তি কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠেছে। এবিষয়ে তদন্তে এক সহকারী অধ্যাপককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। কিন্তু বিজেপি সরকারের আমলে শুধু রামঠাকুর কলেজে না সমস্ত কলেজগুলোতে ভর্তি কেলেঙ্কারি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তার সাথে শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বরা ওতপ্রতভাবে জড়িত রয়েছে। এসএফআই-এর তরফ থেকে অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে। তাছাড়া, শিক্ষাঙ্গনকে দুর্নীতিমুক্ত করার জোরালো দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

### বিদ্যালয়ে ভৌতিক কান্ড !

## আচমকা অসুস্থ ৪ পড়ুয়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ জুলাই।।** হঠাৎ তেলিয়ামুড়া মোহরছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে ভৌতিক আতঙ্কের রুল। ঘটনায় হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ল চারজন ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যালয়ের শৌচালয়ে তিনজন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী এবং একজন ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র কোন এক ভৌতিক কান্ডকে পরিলক্ষিত করে বলে দাবি তাদের। তাতেই অসুস্থ হয়ে পড়ে তারা। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তারা। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বিদ্যালয়ের শৌচালয়ে গিয়ে কোনো এক ভৌতিক ঘটনার সাক্ষী হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে চার ছাত্রছাত্রী। সঙ্গে সঙ্গেই মোহরছড়া স্কুলের শিক্ষকরা তাদের তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে এবং সেখানেই বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে। ছাত্র-ছাত্রীরা হল মনোজিৎ মন্ডল( ষষ্ঠ শ্রেণী) দিয়া দেবনাথ, তনুশ্রী সরকার, শুভশ্রী দেবনাথ ( সপ্তম শ্রেণী)।

মনজিৎ মন্ডল জানায়, বিদ্যালয় চলাকালীন যখন সে বাথরুমে প্রাকৃতিক কাজ করতে যায় হঠাৎ করে তার চোখের সামনে ভেসে আসে এক মুণ্ডহীন শরীর। সারা শরীর কালো রং এবং বিকৃত আকারের। এই অবস্থা দেখেই সে আতঙ্কে ছুটে আসে বিদ্যালয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও তিনজন ছাত্রী শৌচালয়ের দিকে গেলে একই দৃশ্য পরিলক্ষিত করে তারা। তারাও আতঙ্কে ছুটে এসে চিৎকার করতে থাকে, একটা সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে তারা। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এগুলো দেখার পর তারা চারজনকেই তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। বর্তমানে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালেই চলছে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা।

তবে স্থানীয় সূত্রে খবর, মোহরছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়টিতে ভৌতিক কান্ড কারখানা বিগত বহু বছর ধরেই চলে আসছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের পক্ষ থেকে ওই বাথরুমগুলি ব্যবহার না করে ভেঙ্গে ফেলারও উপদেশ বারবার দেওয়া হয়েছিল। এই বিদ্যালয় এর ভিতরেই এর আগেও অনেক অপমৃত্যুর ঘটনা ঘটে গেছে বলে ☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা,২৬ জুলাই ২০২৫ ইং
৯ শ্রাবণ, শনিবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

## বাঙালি হেনস্থার নিন্দা

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় বিভিন্ন মহল গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই ধরনের কার্যকলাপ বাঙালি জাতিসত্তার উপর মারাত্মক আঘাত হিসেবে পরিগণিত হইতেছে। এর বেশিদ হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ রোধ এবং বাংলাদেশিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার পর থেকেই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা পাশাপাশিদের উপর এ ধরনের নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিশেষ করিয়া পরিযায়ী যেসব বাঙালি দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ব্যবসা সহ নানা কাজে অবস্থান করিতেছে তাহাদের উপরেই এই ধরনের নির্যাতনের মাত্রা বাড়িতেছে। বাংলা ভাষায় কথা বলিলেই তাহাদেরকে বাংলাদেশি আখ্যায়িত করিয়া নির্যাতন চালানো হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাহারা বাংলাদেশে কিনা তাহা বিচার করিবার আগেই নির্যাতন শুরু হইয়া যায়। সাতিন সার্বভৌম দেশ ভারতবর্ষে এই ধরনের কার্যকলাপ অনাকাঙ্ক্ষিত। এই ধরনের কার্যকলাপ বাঙালি জাতি গোষ্ঠীর ওপর চরম আঘাত স্বরূপ। ইহার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রতিবাদে সোচ্চার হইয়াছেন। এই প্রবণতা বন্ধ করিতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার গুলিকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি হইয়া উঠিয়াছে। সরকার পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীকে এই ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ না দিলে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী বাঙ্গালীদের উপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পাইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতেই এই ধরনের ঘটনা মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সম্প্রতি একাধিক রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপর যেভাবে অবমাননার ও হেনস্থার অভিযোগ উঠিয়াছে, তাহা নিয়া বিতর্ক তৈরি হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ওড়িশা, অসম, হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্র সহ অন্যান্য রাজ্যে বাঙালি শ্রমিকদের উপরে যেভাবে অত্যাচার করা হহইতেছে এবং তাঁহাদের বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হহইতেছে, তাহা কোনওভাবেই মানিয়া নেওয়া সম্ভব নয় বলিয়া জানাইয়াছেন, ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলি। বিভিন্ন জায়গায় বাঙালি শ্রমিকদের বিদ্যুতের লাইনও কেটে দেওয়া হহইতেছে। এটা অত্যন্ত নিন্দনীয়। এই ধরনের ঘটনা শুধুমাত্র বাঙালি সংস্কৃতি ও ভাষার উপরে আঘাত করা নয়, একটা বৃহত্তর সামাজিক ও জাতিগত হেনস্থা।বাঙালি শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অবমাননাকর আচরণ মানিয়া নেওয়া সম্ভব নয়। শুধুমাত্র বাঙালি জাতির বিরুদ্ধেই এই ষড়যন্ত্র সাধারণ মানুষকে সংকটে ফেলিবার চেষ্টা করা হহইতেছে। ভাষাগত প্রতিবাদ হিসাবে দেখিতে চান না বাঙালিরা। বরঞ্চ বৃহত্তর সামাজিক সংগ্রামের অংশ হিসেবে দেখিতে চান। একজন সাধারণ মানুষকে হেনস্থার শিকার হইতে হয়, তখন শুধু এক ব্যক্তি বা জাতির সমস্যা নয়। পুরো দেশটির নৈতিকতার প্রশ্ন আসিয়া দাঁড়ায়। এর জন্য দরকার সমাজের সকল স্তরের মানুষ এবং রাজনৈতিক দলগুলিকে একত্রিত হওয়ার। হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চান সবাই এক দেশের বাসিন্দা। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতবর্ষে প্রত্যেক জনগণের অধিকার সুরক্ষিত করা রাষ্ট্র শক্তির অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষীদের ওপর যেভাবে নির্যাতন শুরু হইয়াছে তাহা বন্ধ করিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করিলে যে কোন সময় ইহা ভয়ংকর আন্দোলনের রূপ নিতে পারে। কেননা বাংলা ভাষাভাষী লোকজনরা এইসব ঘটনায় মারাত্মকভাবে অসন্তুষ্ট।

## জনজাতিদের নিয়ে যারা রাজনীতি করেছে আজ তারা পর্দার আড়ালে

পার্বত্য ত্রিপুরায় আগন্তুক সমতল ত্রিপুরার বাঙালিদের নিয়ে বর্তমানে যে বিতর্ক চলছে, সেই বিতর্ক জন্মের গর্ভধারিনী মা ছিল সেদিন কংগ্রেস। আর লালন, পালনের দায়িত্বে ছিল দুইজন ধাত্রী উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ আর কমিউনিস্ট পার্টি। পরবর্তী সময়ে ১৯৭৮ সাল থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত রাজনীতিতে সবাই এই বিতর্ককে খেলনা, পুতুল ব্যবহার করছে। সময়মতো এই বিতর্কের সমস্যা সমাধান করতে কেউ এগিয়ে আসেনি। পরবর্তীকালে সেই খেলনা পুতুল অস্ত্র হাতে উগ্রপন্থী সেজে বাঙালির উপর সশস্ত্র আক্রমণ করেছে। বাঙালি বিদেশি, বহিরাগত। উপজাতিদের শোষক বলে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট দল সেদিন যে অপপ্রচার করেছিল, সেই অপপ্রচারের ফসল বর্তমানে গর্জে উঠেছে এ.ডি.সি'র ক্ষমতা বৃদ্ধি গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি। বাঙালির উপর রক্ত ঝরা বৈরী আক্রমণ।

রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রাজনীতির স্বার্থে যারা উপজাতি যুবকদের নিয়ে রাজনীতির খেলা খেলছে। তারা আজ পর্দার আড়ালে মুখ ঢেকে রাখছে। এবং প্রদ্যোত কিশোরের বাঙালি বিরোধী ভূমিকার উপর নীরব ভূমিকা পালন করছে। সেদিন উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ অর্থাৎ এডিসি'র কালো আইন প্রয়োগের সময়কালেও তারা এইরূপ নীরব ভূমিকা পালন করেছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা হলো নীতিহীন সুবিধাভোগী নেতৃত্বের চরিত্র। তাদের কাছে নাই মান, ইজ্জতের ভয়, নাই জাতির পরিচয় দেশের স্বার্থ ছেড়ে ক্ষমতার জন্য তারা নির্লজ্জের মতো বারংবার দল পরিবর্তন করে। এদের কারণে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না। এমনকী এদের হীনমন্য ও চরিত্রহীন ভূমিকার কারণে। তারা হিন্দি ভাষী নেতৃত্বের বাঙালি বিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদে কোন কথা বলার মতো সুযোগ পায় না। প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মন একজন রাজ পরিবারের লোক। তার পূর্বপুরুষ যেসব রাজার রাজবাড়ি ও পার্বত্য ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ রাজার রাজ দরবার পরিচালনা ও ভরণপোষণ ছিল সমতল ত্রিপুরার চাকলা রোশনাবাদের বাঙালি প্রজাদের দেওয়া খাজনা বা করের টাকা দিয়ে। সেই দিনের অনুন্নত উপজাতির উন্নত চেহারা ফুটে উঠেছে একমাত্র বাঙালির উন্নত পরিবেশ, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতি, কৃষি ভিত্তিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাঙালির উন্নত শিক্ষা পরিবেশ দ্বারা। সেই রাজার উত্তরসূরী। বর্তমানে প্রত্যোদবাবুর নেতৃত্বে তিপ্রা মথা দলে একটা নতুন ষড়যন্ত্র তৈরি হচ্ছে। সেটা হচ্ছে দেশভাগ চক্রান্তে আক্রান্ত ত্রিপুরার ভূমিপুত্র বাঙালি যারা সমতল ত্রিপুরা ছেড়ে পার্বত্য ত্রিপুরায় এসেছে। তাদেরকে এই রাজ্য থেকে উচ্ছেদ করতে হবে এবং সেই ৮০ সালের দাঙ্গা ও ২০০০ সালের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি আবার যেকোনও মুহূর্তে সৃষ্টি হতে পারে। একথা অনুভব করা যায় বাঙালির উপর তিপ্রা মথা দলের অনৈতিক আচরণ ও প্রদ্যোত কিশোরের অশালীন ভাষা অভদ্র ব্যবহারের মাধ্যমে। বাঙালি ত্রিপুরার ভূমিপুত্র একতার পেছনে হাজার ইতিহাস রয়েছে। বাঙালির দ্বারা ত্রিপুরা উন্নত হয়েছে। অক্ষর জ্ঞানহীন অজ্ঞ উপজাতির চোখ খুলেছে। একথা কোনও রাজনৈতিক দল বা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আলোচনা হয় না। উপরন্তু জাতিকে অবহেলা করে আত্মবিস্তৃতি আলোচনা করতে কেউ দ্বিধাবোধ করে না। এরফলে রাজনীতিতে একটা বাঙালি বিরোধী পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই সুযোগে প্রদ্যোতবাবু বাঙালির ইতিহাস জেনে বা না জেনে বাঙালির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ও বেইমানের ভূমিকা পালন করছে। এরজন্য একমাত্র দায়ী এডিসি সমর্থনকারী রাজনৈতিক দল।

উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবাঙালি জনগোষ্ঠীর যতগুলো রাজনৈতিক দল রয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য একটাই বাঙালি বিদেশি ও বহিরাগত। যেনতেন প্রকারে রাজনৈতিক আক্রমণেও আইনের ফাদে ফেলে বাঙালিদের উচ্ছেদ করতে হবে। তাদের বাঙালি উচ্ছেদ পরিকল্পনার পেছনে সহযোগিতা হয়ে কাজ করছে। বাঙালির একতা বিচ্ছিন্ন পরিবেশ। গণবন্টনে হিংসাচরণ, আত্মবিস্তৃতি আলোচনা।

ত্রিপুরার বর্তমান রাজনীতিতে আমরা বাঙালি দল ছাড়া এডিসি'র প্রতিবাদ করবে। কংগ্রেস বাম দলে যেমন কোন নেতৃত্ব নেই। তেমনি বিজেপি দলেও কোন নেতৃত্ব নেই। কারণ বর্তমানে যারা বিজেপি'র প্রতিনিধি তারা সেদিন বাম, কংগ্রেসের প্রতিনিধি ছিল এবং তাদের সমর্থনে সেদিন এডিসি আইন প্রয়োগ হয়েছিল। যে কারণে তাদের আজ নীরব ভূমিকা বা কচ্ছপের ভূমিকা পালন করা ছাড়া দ্বিতীয় আর কোনও উপায় নেই। এডিসি'র ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যদি উপজাতি সংগঠনগুলো ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তাহলে বাঙালি অস্তিত্ব রক্ষা করতে কংগ্রেস সিপিএম, বিজেপি ছেড়ে ঐক্যবদ্ধ হতে আপত্তি কেন। বাঙালির অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে একথা মনে রাখতে হবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন বাঙালির রক্ষা কবচ। *(হরলাল দেবনাথ, সিধাই মোহনপুর, পশ্চিম ত্রিপুরা)*

# কফি হাউস থেকে ভারত সভা ভারতে ইংরেজবিরোধী প্রথম প্রতিষ্ঠান

কুমারেশ চক্রবর্তী

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত সভা সম্পর্কে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনী এ নেশন ইন মেকিং। গ্রন্থে লিখছেন, 'আমাদের মনে এই চিন্তা কাজ করেছিল যে, এই প্রতিষ্ঠান এক সর্বভারতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র হোক। মাৎসিনির প্রেরনা প্রসূত ঐক্যবদ্ধ ভারত ভাবনা, অন্তত সমগ্র ভারতকে এক সাধারন মঞ্চে উপস্থাপন করার ভাবনা বাংলার ভারতীয় নেতাদের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল।' সুরেন্দ্রনাথের এই চিন্তা সুপরিকল্পিত কর্মসূচির মাধ্যমে সফলভাবে রূপায়িত হয় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনে। প্রকৃতপক্ষে এটি ইংরেজ আমলে ব্রিটিশ বিরোধী প্রথম প্রতিষ্ঠান। জাতীয়তাবাদকে ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপ্নকে রূপায়িত করার প্রথম সফল হাতিয়ার ছিল ভারত সভা। ভারত সভার প্রভাব এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা সেই সময় কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল তার প্রমাণ মেলে তৎকালীন সময়ের বিশিষ্ট আই সি এস-স্যার হেনরি কটনের মন্তব্যে। হেনরি এক জায়গায় বলছেন,শিক্ষিত সমাজ দেশের কণ্ঠ ও মস্তিষ্ক। শিক্ষিত বাঙালিরা এখন পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত জনমত নিয়ন্ত্রণ করছে। এখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঢাকা থেকে মূলতান। যুব সম্প্রদায়ের মনে সমান প্রেরণা যোগায়। মনে রাখতে হবে ভারত সভার সদস্যদের মধ্যে একটা বড় অংশ ছিল যুব ও ছাত্র এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। প্রথম থেকেই যুব ছাত্র এবং শিক্ষিত সমাজের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন এবং মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ বিশেষ করে যুব ছাত্ররা তাই অকুতোভয় হয়ে সুরেন্দ্রনাথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা দীক্ষা মার্জিত আচরণ, তাঁর নীতি আদর্শ, সর্বোপরি তার অকল্পনীয় বাগ্মিতা এই এই কঠিন কাজকেই সফল করতে সাহায্য করেছিল। যে কারণে সারা ভারতে দ্রুত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধু বাংলার মফসল এলাকাতেই ভারত সভার ১২৪টি শাখা স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জুলাই কলকাতার কলেজ স্ট্রিটে বিখ্যাত আলবার্ট হলে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারত সভার জন্ম হয়। আলবার্ট হল, যা বর্তমানে কফি হাউস নামেই জনপ্রিয়। ভারত সভার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন রেভারেন্ট কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়, সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আনন্দমোহন বসু। ভারত সভার প্রতিষ্ঠাতা তথা প্রাণপুরুষ ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাছাড়া এই প্রতিষ্ঠানের যে মুখপত্র "বেঙ্গলি"র সম্পাদক ছিলেন তিনি। ভারত সভায় ছিলেন আরো কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, যেমন, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, লালমোহন ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তৎকালীন চাঁদা ছিল পাঁচ টাকা। কৃষক সমাজের জন্য ধার্য হয়েছিল ১ টাকা। সংগঠনের ৩৩ শতাংশ ছিল শিক্ষক, ৩৫ শতাংশ আইনজীবী যার মধ্যে নামকরা বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার ছিলেন অনেকেই, আর এই সংগঠনের সদস্যদের প্রায় ৫৪ শতাংশ ছিলেন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত। ভারত সভায় অধিকাংশ সদস্য "উদীয়মান মধ্যবিত্ত বাঙালি" হলেও এর মধ্যে প্রায় সকল ধরনের মানুষ ছিল। কৃষক, শ্রমিক, সাধারণ কর্মচারী, তাছাড়া ছিল উচ্চশিক্ষিত, উচ্চ বংশেরও কিছু প্রতিনিধি। তবে ভারত সভায় কখনোই স্বাধীনতা বিরোধীদের স্থান হয়নি। বিশেষ করে যারা গরিব মানুষের শোষণকারী, ব্রিটিশ পদলেহনকারী তাদের থেকে দূরেই থেকেছে ভারত সভা, তাই এই প্রতিষ্ঠানে কোন জমিদার বা ইউরোপীয় ছিলনা। ভারতে এক যুগ সন্ধিক্ষণে ভারত সভার জন্ম। যখন মানুষের মনে ধীরে ধীরে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগছে, যখন মানুষের মন ইংরেজ অপশাসনের বিরুদ্ধে বিষাক্ত হয়ে উঠছে অথচ তাদের মনের কথা বলার, তাদের কথা শোনার কোন লোক নেই, কোথাও যাবার কোন স্থান নেই, সেই সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে জন্ম নিল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন যাকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশনও বলা হত, বাংলায় "ভারত সভা"। সুরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। তিনি কোন হঠকারিতায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন চাষ করার আগে যেমন জমি তৈরি করতে হয় উর্বর ভূমিতেই ভালো ফসল হয় নতুবা শুধু মাঠে চাষ হয় না। তাই তিনি ভারত সভার উদ্দেশ্য নীতি কর্মসূচিতে সুপরিকল্পিতভাবে সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তিনি সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন মানুষের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য। ভারত সভার প্রধান প্রধান কর্মসূচিগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে।

**কর্মসূচি ও উদ্দেশ্য :-** ১. ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা। ২, ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। ৩, দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধ মঞ্চ গড়ে তোলা। ৪, জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো। ৫. ব্রিটিশ অপশাসনের এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলা। সুরেন্দ্রনাথ শুধু কর্মসূচি তৈরি ও ঘোষণা করেই স্থির থাকলেন না, তাকে সঠিকভাবে কার্যকরী করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে লাগলেন। প্রথমে সারা বাংলায় গড়ে তুললেন প্রায় ১২৪টি শাখা। তারপর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার শুরু করলেন এবং তার অসাধারণ সাংগঠনিক ক্ষমতা ও বাগ্মিতায় ভারতবর্ষে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ক্রমশ শক্ত ভিত গড়ে তুলল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের শাখা গড়ে উঠলো, যার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য লখনৌ, মিরাট, লহোর, সিন্ধু শাখা। তাছাড়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক গোষ্ঠী তারা তাদের মতন করে রাজনৈতিক লড়াই করছিলেন, অনেক স্থানে বিপ্লবীরা বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছিলেন, এই সকল নেতৃবৃন্দ এবং আঞ্চলিক সংগঠনগুলিকে তিনি একটি ছাতার তলায় আনার চেষ্টা করলেন এবং ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মধ্যে যুক্ত করতে সফল হলেন। অর্থাৎ স্বাধীনতার প্রস্তুতির জন্য তিনি তৈরি করে ফেললেন এক উর্বর জমি যার উপর ভিত্তি করেই ফসল স্বরূপ জন্ম নিলো ভারতের জাতীয় কংগ্রেস।

**গণআন্দোলন :-** ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৫, কংগ্রেসের জন্মের আগে প্রায় এক দশক সারা ভারতে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন মূলত রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করেছে। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সফল আন্দোলনগুলির মধ্যে ছিল লর্ড লিটন কর্তৃক আই সি এস পরীক্ষায় বয়স কমিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন, লিটনের দেশীয় সংবাদপত্র আইন (১৮৭৮) বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন, ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে অস্ত্র আইনের বিরোধিতা। সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলনের ফলে ১৮৮১ সালে লর্ড রিপন এই আইন বাতিল করেন। লর্ড রিপন ইলবার্ট বিল দ্বারা ভারতীয় বিচারকদের ইংরেজদের বিচার করার অধিকার দিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গরা তীব্র আন্দোলন শুরু করেছিলেন। সেই আন্দোলনকে সুরেন্দ্রনাথ পাল্টা আন্দোলন দিয়ে দমন করেছিলেন। তাছাড়া কৃষকদের ওপর জমিদার ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারত সভা আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, বিশেষ করে শোষণমূলক আমদানি ও শুল্ক আইন, সম্পদের নিষ্ক্রমণ, আসামে কুলিদের ওপর অত্যাচার প্রভৃতি ভারত সভার আন্দোলনে অনেকাংশে বন্ধ হয়েছিল। ভারত সভার উদ্যোগেই স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল হাজার হাজার মানুষ এবং সেই সময় জাতীয় ভান্ডার তৈরি করা হয়েছিল সুরেন্দ্রনাথের পরিকল্পনায়। তাছাড়া প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন পরিষদ তৈরি, প্রজাস্বত্ব আইন তৈরি করা, স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, মদ্যপান নিষিদ্ধ করা প্রভৃতি আন্দোলনে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ভারত সভা এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, লালমোহন ঘোষ প্রমুখ। এমনকি যেখানে ভারতের মাটিতে আন্দোলন করে সফলতা আসছিল না সেখানে সুরেন্দ্রনাথ অন্য পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লালমোহন ঘোষকে পাঠিয়েছিলেন ভারতের বক্তব্য উপস্থাপন করার জন্য।ফলে ইংরেজ সরকার ভারতের দাবি অনেকাংশে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, যার মধ্যে একটি উদাহরণ হল স্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস প্রবর্তন।

**ভারত সভার রাজনৈতিক গুরুত্ব:-** ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম এবং সুদূর প্রসারী। ক্রমে সারা ভারতবর্ষের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠী, বিপ্লবী দল তারা সকলেই উপলব্ধি করলেন যে, একটি সত্যিকারের রাজনৈতিক দল ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা যায় না। আর এই উপলব্ধি আরো গভীরতা লাভকরল আরো সংঘটিত রূপ নিল যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রচেষ্টায় একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো কলকাতায় ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে। যার আনুষ্ঠানিক নাম দেওয়া হয়েছিল All India National Conference। এই মহাসম্মেলন প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের জন্মের আঁতুঘর হিসেবে দেখা দিল। তাই ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছিলেন, 'সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন জাতীয় কংগ্রেসের মহড়া'। প্রকৃতপক্ষে এই সম্মেলন থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই হিউম ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। অবশ্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকালে সুরেন্দ্রনাথ কিছুটা উপেক্ষিত রইলেন। এর প্রধান কারণ তৎকালীন কংগ্রেসের জাতীয় নেতৃত্ব জানতেন সুরেন্দ্রনাথ মানেই সারেন্ডার নট, তাকে পুতুল করে সংগঠন চালানো সম্ভব নয়। আবার সুরেন্দ্রনাথ কে বাদ দিয়ে। কংগ্রেস সংগঠন গড়ে তোলাও সম্ভব নয়। কারণ রাজনৈতিকতত্ত্ব অনুসারে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। প্রথম রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতি লাভ করলেও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ছিল প্রকৃতপক্ষে প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। তাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কে কংগ্রেস ক্ষমতায় না রাখলেও তাঁর সাহায্য নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি। কারণ কংগ্রেস নেতৃত্বের রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে তেমন কোন ধারণাই ছিল না। কংগ্রেস নেতৃত্ব সুরেন্দ্রনাথ এর কাছ থেকে ভারত সভার তত্ত্বগত এবং কাঠামোগত সব রকমের তথ্য এবং তত্ত্ব গ্রহণ করলেন। কারণ এছাড়া রাজনৈতিক দল সফল ও শক্তিশালী হতে পারে না। এমনকি তারা ভারত সভার সমস্ত কর্মসূচি ও প্রস্তাবগুলিকেই প্রস্তাব আকারে পেশ করে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করলেন। সুরেন্দ্রনাথ সশরীরে কংগ্রেসে না থাকলেও তার অস্তিত্বকে কংগ্রেস অস্বীকার করতেই পারলো না। সুরেন্দ্রনাথ একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বাস্তববাদী জননেতা ছিলেন। নিছক কোনও ইগো বা ব্যক্তিস্বার্থ তাঁর কাছে কখনো গুরুত্ব পায়নি। তার কাছে সবার উপরে ছিল জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয়তাবাদী চিন্তা, তাই তিনি মনে করলেন কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে হবে। আর সেই মানসিকতা থেকেই সদলবলে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে কংগ্রেসে যোগ দিলেন। এবং অচিরেই ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা রূপে পরিগণিত হলেন। তাঁকে বলা হলো রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করতেই ভারত সভার বর্তমান কর্তৃপক্ষ ২৬ জুলাই ২০২৫, কলেজ স্ট্রীট কফি হাউস থেকে ভারত সভা হল পর্যন্ত এক অভিনব শোভাযাত্রার আয়োজন করেছেন। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বর্তমান সভাপতি অধ্যাপক অনিলকুমার রায় এবং সাধারণ সম্পাদক মানিকচন্দ্র দোলই জানালেন, সকাল দশটায় কলেজ স্ট্রীট কফি হাউস থেকে শোভাযাত্রার মাধ্যমে ১৫০ বছর উৎসবের সূচনা হবে। তবে এই উৎসব চলবে এক বছর ধরে। শতাধিক বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংগঠনগুলি যখন লুপ্ত হতে চলেছে সেই সময় ভারত সভার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। (সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

# পরমাণুরও আছে মেমরি, বলছে নতুন গবেষণা

আবদুল গাফফার

পরমাণু নেহাৎ একটা বিন্দু। তার আবার স্মৃতি থাকবে কোথায়? তবে এমনটা ভাবলে ভুল করবেন। কারণ, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী বলছেন ভিন্ন কথা। তাঁরা একটা পরীক্ষার মাধ্যমে দেখেছেন, আয়নিত পরমাণুদের মেমোরি বা স্মৃতি থাকে। সেই স্মৃতি রীতিমতো ভৌত জগতে ব্যবহার করাও সম্ভব। এই গবেষক দলের নেতৃত্বে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়টির ডিপার্টমেন্ট অব ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক মো. সাইফুল ইসলাম। সম্প্রতি এ বিয়ষক একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে নেচার ফিজিকস জার্নালে।

ভৌত জগতে স্মৃতি বা মেমোরি বললে সবার আগে আসে মানুষের মস্তিষ্কের কথা। কত স্মৃতি বয়ে বেড়ায় মানুষ! সেই স্মৃতি রোমান্থন করে কেউ আবার নস্টালজিয়ায় ভোগে। অনেকে পুরোনো আনন্দ নতুন করে উপভোগ করে। কাউকে দুঃস্বপ্নের মতো তাড়িয়ে বেড়ায় দুঃখের স্মৃতিগুলো। তবু মানুষ স্মৃতি নিয়ে বাঁচে।

মেমরি বা স্মৃতির আরেকটা উৎস হলো ইলেকট্রনিক চিপ। এগুলোকে স্টোরেজও বলা হয়। এসব স্টোরেজে তথ্য জমা রাখা হয় ডেটা আকারে। প্রয়োজন মতো সেই ডেটা সহজেই ব্যবহার করা যায়। তবে মেমরির যান্ত্রিক ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হয় এআইয়ের জগতে। এখানে যন্ত্রকে ডেটা ইনপুট দিয়ে নানা ধরনের কাজ শেখানো হয়। শেখানো তথ্য মনে রাখে এআই বটগুলো। পরে শেখানো সেই কাজ নিজেই করতে পারে। যেমনটা পারে আমাদের মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের মেমরি সেলে এসব তথ্য জমা থাকে। অন্যদিকে এআইয়ের স্মৃতি জমা থাকে তার হোস্ট সার্ভারের মেমোরি চিপে।

নীলস বোরের পরমাণু মডেল হোক কিংবা শ্রোডিঙ্গারের মডেল, স্থিতিশীল পরমাণুর বিভিন্ন শক্তিস্তরে থাকা ইলেকট্রনগুলো মোটামুটি একই শক্তিস্তরে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে।

কিন্তু পরমাণুর স্মৃতি কোথায় থাকে? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক দলটি দেখেছেন, আয়ন অর্থৎ আয়নিত পরমাণুর মেমরি বা স্মৃতি থাকে। সাধারণ পরমাণু চার্জ নিরপেক্ষ। বিশেষ পদ্ধতিতে পরমাণু থেকে যদি এক বা একাধিক ইলেকট্রন যোগ করা হয়, তাহলে সেই পরমাণুটি ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণার মতো আচরণ করে। তেমনি কোনো পরমাণু থেকে এক বা একাধিক ইলেকট্রন সরিয়ে নিলেও পরমাণুটি আচরণ করে ধনাত্মক চার্জযুক্ত কণার মতো। এ ধরনের পরমাণুকে বলে আয়নিত পরমাণু।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই গবেষক দল জাম্পিং আয়ন বা লাফ দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাওয়া আয়নিত পরমাণুদের নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, এভাবে লাফ দিয়ে জায়গা বদলের পরও আয়নিত পরমাণুগুলো তাঁদের আগের অবস্থানের কথা মনে রাখতে পারে। অর্থাৎ লাফ দেওয়ার আগে তারা কোথায় ছিল, এটা এদের স্মৃতিতে রয়ে যায়। কোয়ান্টাম বলবিদ্যা বিশেষ করে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের জন্য এই আবিষ্কার গুরুত্বপূর্ণ। গবেষকেরা এই পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করেছেন বিশেষ এক ধরনের ফাঁদ। সেই ফাঁদে আটকে রেখেছেন লিথিয়াম আয়ন। আটক আয়নে শক্তি প্রয়োগ করেছেন তাঁরা।

কিন্তু কীভাবে করলেন কাজটা? নীলস বোরের পরমাণু মডেল হোক কিংবা শ্রোডিঙ্গারের মডেল, স্থিতিশীল পরমাণুর বিভিন্ন শক্তিস্তরে থাকা ইলেকট্রনগুলো মোটামুটি একই শক্তিস্তরে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। অবশ্য ইলেকট্রনগুলো একই সঙ্গে কণা ও তরঙ্গদুই অবস্থাতেই থাকে, অনেকটা মেঘের মতো। ইলেকট্রন সবসময় কম্পনশীল হলেও এরা নিজের শক্তিস্তর ছেড়ে অন্য কোথাও যায় না। কিন্তু বাইরে থেকে যদি শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহলে ইলেকট্রন লাফ দিয়ে উচ্চশক্তিস্তরে চলে যায়। তারপর বাইরে থেকে শক্তিপ্রবাহ বন্ধ হলে ইলেকট্রন আবার ফিরে আসে নিচের আগের শক্তিস্তরে। এই ব্যাপারটাকে কোয়ান্টাম জাম্প বলে। কোয়ান্টাম জাম্প কিন্তু শুধু ইলেকট্রনের ক্ষেত্রেই হয় না। সব ধরনের খুদে কণাই কোয়ান্টাম বলবিদ্যার নীতি মেনে চলে। একটা পরমাণুও কোয়ান্টাম কণা। ফলে এরাও কোয়ান্টাম জাম্প দিতে পারে। আয়নও কণা বই কিছু নয়। তাই আয়নিত পরামাণুর ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটা সম্ভব। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা সেই কাজটাই করেছেন। তাঁরা ব্যাটারির ভেতরের থাকা লিথিয়াম আয়নে বিশেষ আলোক রশ্মি প্রয়োগ করেছেন। এই আলো আয়নদের জুগিয়েছে শক্তি। বাড়তি এই শক্তি ওগুলোকে ফাঁদ থেকে মুক্ত করে অন্য জায়গায় নিয়ে গেছে। আয়নদের তো আর ইলেকট্রনের মতো শক্তিস্তর নেই, যে আবার আগের শক্তিস্তরে ফিরে আসবে! মানে ইলেকট্রন যেমন শক্তিস্তরের ভেতরে জাম্প দেয়, আয়নের ক্ষেত্রে সেই জাম্পটা হয় আস্ত পরমাণুর অবস্থান বদলে। তাই আয়নগুলোর কিছু কিছু আবার আগের জায়গায় অর্থাৎ ফাঁদের ভেতরেই ফিরে আসে।

গবেষকেরা মাত্র এক সেকেন্ডের কয়েক ট্রিলিয়ন ভাগ সময়ের জন্য দেখতে পেয়েছেন পরমাণুদের স্মৃতির ব্যাপারটা। তবে পরিমাণের প্রযুক্তি যত উন্নত হবে, এই 'সময়টুকু' আরও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।

ব্যাপারটা এমন, আয়নগুলো যেন জানে, আগে তারা কোথায় ছিল। বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন, এ ধরনের আয়নিত পরামাণুদের মেমরি বা স্মৃতি আছে। সেই স্মৃতির উৎস কী, কীভাবে সেগুলো তৈরি হয়, সে বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারেননি বিজ্ঞানীরা। এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত গবেষণা প্রয়োজন।

ব্যাপারটা সহজভাবে বোঝানোর জন্য এই গবেষণাপত্রের প্রধান লেখক সাইফুল ইসলাম একটা উদাহরণ টেনেছেন। ধরা যাক, একটা পুকুরে ঢিল ছুড়বেন। পুকুরে প্রচুর পরিমাণে পানির অণু আটকে থাকে। এমনি অণুগুলো চলাচল করলেও পুকুরের পানিকে মোটাদাগে স্থির মনে হয়। এবার আপনি পুকুরে ঢিল ছুড়ুন। ঢিল যেখানে ছুড়বেন, সেখান থেকে একটা ঢেউ উঠবে। আপনি চাইলে দেখতে পারবেন, সেই ঢেউ কত দূর গেল। ঢিল যদি খুব ছোট হয় আর আপনি যদি খুব জোরে না ছোড়েন, তাহলে ছোট্ট একটা ঢেউ উঠবে। ঢেউটা হয়তো বিলীন হয়ে যাবে পুকুরের কিনার পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই। ঢিল যদি অনেক বড় হয়, আর আপনি যদি সেটা জোরে ছোড়েন, তাহলে ঢেউটা অনেক শক্তিশালী হবে এবং পুকুরের চারপাশের কিনারে ধাক্কা খেয়ে বিলীন হবে। অর্থাৎ ঢিল ছুড়লে পানির একটা প্রবাহ তৈরি হবে চারপাশে।

সাইফুল ইসলাম বলেন, 'পরীক্ষায় ফাঁদে আটক পরমাণুগুলোকে এভাবে আঘাত করেছেন তাঁরা। সেখানে ঢিলের বদলে ব্যাবহার করেছেন আলোর ফোটন কণা। ফলে আয়নিত পরমাণুগুলো কোয়ান্টাম জাম্প দিয়ে নিজের স্থান থেকে সরে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। খুব কম সময়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া সেসব আয়নের গতি-প্রকৃতি মেপে দেখেছেন তাঁরা। দেখেছেন কিছু আয়ন যেন স্মৃতি ব্যবহার করে আবার নিজের জায়গায় চলে এসেছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানী ডেভিড লুক বলেছেন, 'আয়নিত পরমাণুদের এই আচরণ দেখলে মনে হয় তাদের স্মৃতি আছে। তবে এটাকে কোনোভাবেই মানুষের স্মৃতির সঙ্গে মেলালে চলবে না। আয়ন তাদের গতিপথের তথ্য ধরে রাখে। এই ব্যাপারটাকে কোয়ান্টাম কোহেরেন্স বা কোয়ান্টাম মেমরি বলা যেতে পারে।'

এখন ভাবতে পারেন, পরমাণুদের এই মেমরি কী কাজে লাগবে? বিজ্ঞানীরা জানিয়েছে, কোয়ান্টাম কম্পিউটারের জন্য এই গবেষণা আশীর্বাদ হয়ে উঠতে পারে। কারণ, কোয়ান্টাম কম্পিউটারে মূল ভিত্তিই খুদে কণাদের কোয়ান্টাম আচরণের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শুক্রবার আগরতলায় সিআইটিইউর উদ্যোগে এক ধর্না কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

# ড্রাসে কারগিল বিজয় দিবস উপলক্ষে 'মাই ভারত'-এর পদযাত্রা: ১৯৯৯ সালের বিজয়ের ২৬ বছর পূর্তি উদযাপন

নয়াদিল্লি, ২৬ জুলাই : ২৬ জুলাই ভারতের গৌরবময় সামরিক ইতিহাসের এক স্মরণীয় দিন। এই দিনেই ১৯৯৯ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী কারগিল যুদ্ধে বিজয় অর্জন করেছিল, এবং সেই বিজয়ের ২৬তম বার্ষিকীতে ড্রাসে আয়োজন করা হয়েছে এক বিশেষ পদযাত্রা। 'মাই ভারত'যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অন্তর্গত এক যুব সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এই পদযাত্রা স্মরণ করাবে বীর শহীদদের আত্মত্যাগ এবং দেশপ্রেমের অনন্য উদাহরণ।

এই পদযাত্রার নেতৃত্বে থাকবেন কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া ও শ্রম মন্ত্রী ড. মনসুখ মাণ্ডব্য এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় সেঠ। তাঁদের সঙ্গে অংশ নেবেন এক হাজারেরও বেশি যুব স্বেচ্ছাসেবক, সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য, শহীদদের পরিবার, প্রাক্তন সেনাকর্মী এবং সাধারণ নাগরিকরা। পদযাত্রাটি সকাল ৭টা থেকে হিমাবাস পাবলিক হাই স্কুল, ড্রাস থেকে শুরু হয়ে শেষ হবে গভর্মেন্ট হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, ভিমবেট-এমোট ১.৫ কিমি পথ অতিক্রম করে।

পদযাত্রা শেষে দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সহ ১০০ জন যুব স্বেচ্ছাসেবক কারগিল যুদ্ধ স্মৃতিসৌধে গিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করবেন এবং ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধে শহীদ সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবেন। এ ছাড়াও এই দিনে সম্মান জানানো হবে ২৬ জন নারী বাইকারকে, যাঁরা শক্তি উদ্ঘোষ ফাউন্ডেশনের সদস্য এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে দীর্ঘ বাইক র‍্যালি করে স্মৃতিসৌধে পৌঁছাবেন।

এই পদযাত্রার একটি বিশেষ দিক হলো পরিবেশ সচেতনতা। অংশগ্রহণকারীরা "এক পেড় মা কে নাম" নামে একটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করবেন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশপ্রেমের পাশাপাশি পরিবেশের প্রতিও দায়বদ্ধতা প্রকাশ করা হবে, যা বিকসিত ভারত ৎ২০৪৭-এর লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পদযাত্রার আগে ড্রাস অঞ্চলে স্থানীয় যুব সমাজের অংশগ্রহণে আয়োজন করা হয়েছে প্রবন্ধ রচনা, চিত্রাঙ্কন, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এবং 'যুব সংবাদ'-এর মতো বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কার্যক্রম। এর লক্ষ্য তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশপ্রেম, সেনাবাহিনীর আত্মত্যাগ ও নাগরিক দায়িত্ববোধ গড়ে তোলা। এই পদযাত্রা কেবল একটি স্মারক আয়োজন নয়, বরং বিকসিত ভারত পদযাত্রা উদ্যোগের অংশ হিসেবে এক জাতীয় আত্মদর্শনের প্রতিফলন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন-ভাগীদারি এবং রাষ্ট্রনির্মাণে নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকার দর্শন অনুসরণ করে এই ধরনের কর্মসূচি যুব সমাজকে দেশ গঠনের অনুপ্রেরণা দিচ্ছে।

ড্রাসের পাহাড়ি উপত্যকায় অনুষ্ঠিত এই পদযাত্রা তরুণদের মনে দেশপ্রেম, ঐক্য এবং আত্মত্যাগের চেতনা জাগিয়ে তুলবে। এটি এমন এক স্মৃতিচারণ যা শুধু অতীতের গৌরব মনে করিয়ে দেবে না, বরং ভবিষ্যতের জন্য সুশৃঙ্খল, দেশপ্রেমিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক তৈরির পথও দেখাবে।

# নরেন্দ্র মোদী হলেন ভারতের দ্বিতীয় দীর্ঘমেয়াদী প্রধানমন্ত্রী, ইন্দিরা গান্ধীর রেকর্ড ভাঙলেন

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : আজ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আরেকটি ঐতিহাসিক মাইলফলক স্পর্শ করলেন। এই দিনে তিনি ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর ৪৮ বছর পুরনো রেকর্ড অতিক্রম করে দ্বিতীয় দীর্ঘতম একটানা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজের নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করলেন। আজ, ২৫ জুলাই ২০২৫-এ মোদী পরপর ৪, ০৭৮ দিন দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করলেন, যেখানে ইন্দিরা গান্ধীর একটানা মেয়াদ ছিল ৪,০৭৭ দিন (২৪ জানুয়ারি ১৯৬৬ — ২৪ মার্চ ১৯৭৭)।

ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুই এখনো দেশের ইতিহাসে সর্বাধিক দিন পর্যন্ত একটানা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ১৯৫২ সালের এপ্রিলে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে ১৯৬৪ সালের ২৭ মে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। প্রধানমন্ত্রী মোদী এখন তাঁর পরেই অবস্থান করছেন।

নরেন্দ্র মোদীর রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয় গুজরাট রাজ্যে। ২০০১ সালে তিনি প্রথমবার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং এরপর তিনবার পরপর ২০০২, ২০০৭ এবং ২০১২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে রাজ্যের নেতৃত্ব দেন। তাঁর শাসনামলে গুজরাট শিল্পোন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লাভ করে, যার ফলস্বরূপ তিনি জাতীয় রাজনীতিতে নিজেকে একটি শক্তিশালী বিকল্প নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন।

২০১৪ সালে মোদী বিজেপির প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে প্রথমবারের মতো লোকসভা নির্বাচনে নেতৃত্ব দেন এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করেন। এরপর ২০১৯ ও ২০২৪ সালের সাধারণ নির্বাচনেও বিজেপিকে পুনরায় শক্তিশালী জয় এনে দিয়ে তিনি পরপর তিনবার প্রধানমন্ত্রী হন। উল্লেখযোগ্যভাবে, তিনি ভারতের ইতিহাসে একমাত্র অ-কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী যিনি দুইটি পূর্ণ মেয়াদ শেষ করে তৃতীয়বার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরেছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘতম একটানা শাসনকালে ভারত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গেছে। তাঁর শাসনামলে দেশের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক কাঠামোয় দৃঢ়তা এসেছে, যা তাঁকে ভারতের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে। মোদী হলেন স্বাধীনতার পরে জন্ম নেওয়া ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, যা তাঁকে ইতিহাসে একটি অনন্য স্থান দিয়েছে। তিনি ভারতের ইতিহাসে দীর্ঘতম মেয়াদকালীন অ-কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও রেকর্ড গড়েছেন।

এছাড়া, তিনি একমাত্র অ-কংগ্রেসি নেতা, যিনি টানা তিনটি লোকসভা নির্বাচনে তাঁর দলকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহকারে জয়ী করে কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর এই ধারাবাহিক সাফল্য তাঁকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর পরে দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে, যিনি একটানা তিনটি জাতীয় নির্বাচনে দলের নেতৃত্বে জয় পেয়েছেন। মোদীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন হলতিনি একমাত্র নেতা যিনি ছয়টি বড় নির্বাচন, যার মধ্যে রয়েছে গুজরাট বিধানসভার তিনটি এবং লোকসভার তিনটি, দলের প্রধান হিসেবে জিতেছেন। তাছাড়া, তিনি ভারতের একমাত্র প্রধানমন্ত্রী, যিনি দক্ষিণ বা পশ্চিম ভারতের অ-হিন্দিভাষী রাজ্য থেকে উঠে এসেও দীর্ঘদিন ধরে দেশের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন। এই সব ব্যতিক্রমী সাফল্য মোদীর নেতৃত্বগুণ ও রাজনৈতিক দক্ষতার এক অনন্য নিদর্শন।

ভাদনগরের একটি সাধারণ পরিবারে জন্ম নেওয়া নরেন্দ্র মোদীর শৈশব কেটেছে নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে। তিনি তাঁর বাবার সঙ্গে রেলস্টেশনে চা বিক্রি করতেন। এরপর আরএসএস-এর স্বয়ংসেবক হিসেবে তাঁর আদর্শবাদী কর্মজীবন শুরু হয়, যা পরে তাঁকে নিয়ে যায় ভারতীয় জনতা পার্টিতে। সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে কাজ করার পর তিনি হয়ে ওঠেন দলের মুখ, এবং পরে দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় শক্তি বলা হয় তাঁর জনসংযোগ দক্ষতা, রাজনৈতিক কৌশল, এবং আত্মবিশ্বাসী আন্তর্জাতিক উপস্থিতি। কূটনৈতিক দিক থেকে মোদীর আমলে ভারত অনেক বেশি দৃঢ়, আত্মনির্ভর এবং বৈশ্বিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী দেশ হিসেবে পরিচিত হয়েছে।

এই ঐতিহাসিক দিনটি শুধু মোদীর জন্য নয়, ভারতীয় রাজনীতির ইতিহাসেও এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে ভারত আগামী দিনে কীভাবে অগ্রসর হবে, তা নিয়ে যেমন প্রত্যাশা রয়েছে, তেমনই রয়েছে সমালোচনাও। তবে দীর্ঘ ২৪ বছরের ধারাবাহিক ও সফল শাসনকাল যার মধ্যে ১৩ বছর গুজরাট এবং ১১ বছরের বেশি সময় কেন্দ্রে তাঁকে ভারতের অন্যতম দীর্ঘস্থায়ী ও প্রভাবশালী নেতায় পরিণত করেছে।

এই রেকর্ড ভাঙা অর্জনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা নন, ভারতের আধুনিক ইতিহাসের একটি অধ্যায় হয়ে উঠেছেন।

# পাকিস্তান-বাংলাদেশের মধ্যে ভিসামুক্ত যাতায়াতের চুক্তি: ভারত গভীর উদ্বেগে, দক্ষিণ এশিয়ার কূটনীতিতে নতুন সমীকরণ

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতিতে এক নতুন মোড়ের সূচনা ঘটল যখন পাকিস্তান ও বাংলাদেশ কূটনৈতিক এবং সরকারি পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসামুক্ত প্রবেশাধিকার চুক্তিতে উপনীত হলো। ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যা শুধু দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নয়, ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্কের ত্রিপাক্ষিক প্রেক্ষাপটেও তাৎপর্যপূর্ণ।

বুধবার ঢাকায় পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নকভি ও বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী (অব.) লেফটেন্যান্ট জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে ভিসামুক্ত যাতায়াতের সিদ্ধান্ত ছাড়াও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, পুলিশ প্রশিক্ষণ, মাদক ও মানব পাচার রোধ, এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণে সম্মত হন দুই দেশের মন্ত্রীরা।

বৈঠকের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম রেডিও পাকিস্তান জানায়, এই চুক্তি দু'দেশের মধ্যকার দীর্ঘদিনের ঠান্ডা সম্পর্কের বরফ গলানোর একটি বড় পদক্ষেপ। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী ও নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ প্রথমবার দেখা গেল।

ইউনুস অতীতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতপন্থী এবং পাকিস্তানবিরোধী নীতির কড়া সমালোচক ছিলেন। তার সরকার প্রতিষ্ঠার পর পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন করে সাজানো শুরু করেছে বাংলাদেশ।

এই চুক্তির আওতায় পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি যৌথ কমিটি গঠিত হয়েছে, যার নেতৃত্বে রয়েছেন স্বরাষ্ট্র সচিব খুররম আগা। বাংলাদেশ শীঘ্রই একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলকে ইসলামাবাদ পাঠাবে, যারা পাকিস্তানের সেফ সিটি প্রজেক্ট ও জাতীয় পুলিশ অ্যাকাডেমি পরিদর্শন করবেন। এ থেকে স্পষ্ট যে, দুই দেশ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় যৌথ উদ্যোগে অগ্রসর হতে আগ্রহী।

জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, 'এই সফর দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য প্রশিক্ষণের যে প্রস্তাব পাকিস্তান দিয়েছে, তা প্রশংসনীয়।' এই চুক্তি ভারতের জন্য উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। ইসলামাবাদের সরকারি ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের জন্য ঢাকায় ভিসামুক্ত প্রবেশের ফলে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা এর অনুপ্রবেশ আরও সহজ হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে নয়াদিল্লি।

বিশেষ করে, বাংলাদেশে আইএসআই কার্যক্রমের ইতিহাস এবং পূর্বে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে পাকিস্তানি সংযোগের অভিযোগ নতুন করে মাথাচাড়া দিতে পারে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার মতে, এর ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ভারতবিরোধী চরমপন্থী সংগঠনগুলি আবার সক্রিয় হতে পারে, যা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। ভারতের এক সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বলেন, "এই চুক্তি শুধুই কূটনৈতিক সৌজন্য নয়; এর মধ্য দিয়ে পাকিস্তান নতুন করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। ভারতের কৌশলগত স্বার্থ এখন আরও বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে।" বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্কের উষ্ণতা দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রভাব কমানোর একটি কৌশলগত প্রচেষ্টা হতে পারে। শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছিল, যার মধ্যে ছিল জলবণ্টন, বাণিজ্য,

**NOTICE INVITING TENDER (NIT)**
**PNIe-T NO:- 66/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26**
**Dated: 18/07/2025**

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer (OEM) of CARRIER make AC System / Original Equipment Manufacturer (OEM) authorized service provider or any reputed firm having specified experience in maintenance of similar AC works for the following work:
Name of work: Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) of 06 nos 11 TR capacity Package type air conditioning system (CARRIER make) installed at Emergency (G+6) building of the IGM Hospital, Agartala, Tripura(W) for a period of 1 (one) year during 2025-26 (2nd Call).
1. Estimated Cost: Rs 3,60,000.00
2. Earnest Money: Rs 7,200.00
3. Bid Fee: Rs 1,000.00
4. Last date & time for online Bidding: 31/07/2025 upto 3:00 PM
Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-1604/25

**Executive Engineer**
**Mechanical Division, Agartala**

**AUCTION NOTICE**

In pursuance of Government of Tripura, Home Department, Agartala, Letter No. F.29(1)- PD/2024 (Part-II)/2279 dated 08-07-2025, as communicated by the PHQ, Tripura vide Letter No. 2425(4)/F.10(9)-PHQ (B)/2013 (Part-6) dated 14-07-2025, sealed cover tenders are hereby invited in plain paper for the disposal of condemned and unserviceable MT items under the jurisdiction of the Office of the Commandant, 11th Bn TSR (IR-VII), Pathaliaghat, Sepahijala District, Tripura, on an "AS IS WHERE IS" basis.
2. The items include - (i) 150 Nos. of Tyres, (ii) 77 Nos. of Tubes, (iii) 23 Nos. of Batteries, and (iv) Approximately 730 Kgs of Spare Parts.
3. Interested bidders may collect the Tender Form along with the Terms and Conditions from the Office of the Commandant, 11th Bn TSR (IR-VII), Pathaliaghat, Sepahijala, Tripura, on any working day between 1000 hours and 1600 hours from 29-07-2025 to 05-08-2025.
4. The last date for submission of sealed tenders is 07-08-2025 up to 1300 hours. The tenders will be opened by a duly constituted Board of Officers on 07-08-2025 at 1600 hours in the presence of the tenderers or their authorized representatives who may wish to attend. The envelope containing the bid must be clearly superscribed as: "Tender for Purchase of Condemned Unserviceable MT Stores"
ICA/C/1607/25

**(Asish Debnath)**
**Commandant 11th BnTSR(IR-VII).**

**GOVERNMENT OF**
**PUBLIC WORKS DEPARTMENT**
**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 05/EE/PWD(R&B)/AMB/2025-26**
**Dt. 23-07-2025**

The Executive Engineer Ambassa Division, PWD (R & B) Ambassa, Dhalai District on behalf of the "Governor of Tripura', invites online percentage rate / item rate e-tender in single bid/ two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors / Firms / Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES / CPWD/ Railway / Gov't Organization of other State & Central for the following work:-

| Sl. NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST (in Rs.) | EARNEST MONEY (in Rs.) | TIME FOR COMPLETION |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DNIT No.: 10/EE/PWD(R&B)/AMB/2025-26 | Rs. 6,44,805.00 | Rs. 12,896.00 | 90 (Ninety) days |
| 2. | DNIT No.: 11/EE/PWD(R&B)/AMB/2025-26 | Rs.24,27,174.00 | Rs. 48,543.00 | 365 (Three Hundred Sixty Five) days |
| 3. | DNIT No.: 12/EE/PWD(R&B)/AMB/2025-26 | Rs.14,59,299.00 | Rs. 29,186.00 | 60 (Sixty) days |
| 4. | DNIT No.: 13/EE/PWD(R&B)/AMB/2025-26 | Rs.21,56,184.00 | Rs. 43,124.00 | 120 (One Hundred Twenty) days |
| 5. | DNIT No.: 14/EE/PWD(R&B)/AMB/2025-26 | Rs.15,12,715.00 | Rs. 30,254.00 | 90 (Ninety) days. |

Date of publishing of bid: Date 24/07/2025
Last date and time for document downloading and bidding: Up to 15:00 Hrs on 30/07/2025
Time and date of opening of bid at 16.00 Hrs on 30/07/2025
Document downloading and bidding at application; https://tripuratenders.gov.in
Class of tenderer; Appropriate Class
Bid fee and Earnest Money are to be paid electronically
For further enquiry, contact to the Office of the undersigned.
ICA/C-1610/25

**(Er. Bhrigu Debbarma)**
**Executive Engineer Ambassa Division,**
**PWD (R & B) Ambassa, Dhalai Tripura**

**NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 18/EE/AGRI/W/2025-26**

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

| Sl. No. | Name of work & e- D.N.I.T NO. | Estimated Cost | Earnest Money | Last date of e-bidding | Date of opening | Class of Tender |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Construction of Farmers Knowledge Centre at Baganbazar under Kalyanpur Agri. Sub-Division, Khowai District (RKVY) (BALANCE PORTION). (2nd Call) (13/AGRI/EE(WEST)/2025-26) | Rs. 20,94,021/- | Rs. 41,880/- | Up to 07/08/2025 AT 2.00 PM | On 07/08/2025 AT 3.00 PM (If possible) | Appropriate Class |

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in
ICA/C/1592/25

**(Dr. Debasis Deb)**
**Executive Engineer (West, Div-I)**
**For and on behalf of Governor of Tripura**
**Department of Agriculture & F.W Agartala, Tripura (West)**

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 15/EE/PWD(R&B)/STB/2025-26 dated: 24-07-2025
The Executive Engineer, Santirbazar Division, PWD (R&B), Santirbazar, South Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors

| SL NO | NAME OF THE WORK | ESTIMATED COST | EARNEST MONEY | TIME FOR COMPLETION | LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING | TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID | DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION | CLASS OF BIDDER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Urgent mtc. of Santirbazar - Belonia road under Santirbazar PWD(R&B) Sub- Division / SH:- Bituminous Macadam, Maintenance Bituminous surface road using stone aggregate, Carpeting & Re-carpeting etc. during the year 2024-25. (2nd Call) DNIT No: 102/NIT/SE-III/R/2024-25 | Rs.77,74,245.82 | Rs. 1,55,485.00 | 180 Days | Up to15.00 Hrs on 06-08-2025 | At 16.00 Hrs on 06-08-2025 | https://tripuratenders.gov.in | Appropriate Class |

LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING
TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID
DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION
CLASS OF BIDDER
ICA/C/1600/25

**For & on behalf of Governor of Tripura**
**(Er. Sena Charan Jamatia)**
**Executive Engineer,**
**PWD(R&B) Santirbazar Division,**
**Santirbazar South Tripura**

শুক্রবার আগরতলায় ইউম্যান ক্লিনিংয়ের উপর এক র‍্যালি আয়োজিত হয়।

# কাজের সন্ধান

## টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে ৩টি দপ্তরে সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** রাজ্য সরকারের অধীনে বিশেষ করে তিনটি পৃথক পৃথক দপ্তরে সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, মোট শূন্যপদঃ ২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, ১ বছরের ডিসিএ কোর্স করা হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো, রাজ্য সরকারের তিনটি পৃথক দপ্তর যেমন, শিল্প ও বানিজ্য দপ্তর, স্বরাষ্ট্র দপ্তর এবং অর্থ দপ্তরের অধীনে সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা ও পার্সোন্যালিটি টেস্টের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১২ জুন, ২০২৫ তারিখে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞপ্তি নং - ১৯/২০২৫। প্রার্থীবাছাই হবে দুই স্তরীয় পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে হবে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা। এতে সফল হলে পরে ডাকা হবে পার্সোন্যালিটি টেস্টের জন্য। তবে আবেদনের আগে প্রার্থীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে শিক্ষাগত ও বাঞ্ছনীয় যোগ্যতাসহ বয়সের উর্ধ্বসীমা ইত্যাদি দেখে নিতে হবে। এককথায় সামগ্রিক বিষয়ে উপযুক্ত মনে হলেই আগামী ৩১ জুলাই, ২০২৫ তারিখ বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে কেবলমাত্র অনলাইনে দরখাস্ত জমা করতে পারেন। পরীক্ষার ফি — সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য ২০০ টাকা, তফশিলি জাতি/ উপজাতি ভুক্ত/ বিপিএল কার্ডধারী / শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৫০ টাকা। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। বলা বাহুল্য, অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে। নির্দিষ্ট একটি ফোন নম্বরও রাখবেন হাতের কাছে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন পেমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দিতে হবে। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের সময় ডকুমেন্টসের মূল কপি ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (আধার কার্ড, প্যান কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। সাক্ষাৎকারের ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্তের ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা জমা দেবেন নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে। তবে আগেই বলা হয়েছে, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, সার্টিফিকেটস্ স্ক্যান করে আপলোড করা এবং রেজিস্ট্রেশন করানোর যাবতীয় খরচ সকল প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। ফি জমা দেওয়ার আগে এবং পরে যাবতীয় তথ্য দেখে নেবেন। এবার অনলাইনে গিয়ে সঠিকভাবে ফর্ম ফিলাপ করে সাবমিট করে সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের একটি প্রিন্ট আউটনিয়ে নেবেন। সেটি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে প্রয়োজন হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নংঃ ১৯/২০২৫ তারিখ ১২-০৬-২০২৫।

সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট পদের ক্ষেত্রে প্রার্থিবাছাই হবে প্রথমে ৮৫ নম্বরের, দুই ঘন্টার লিখিত পরীক্ষার ভিত্তিতে। বিষয়, পূর্ণ মান বিস্তারিত জেনে নেবেন এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। এই লিখিত পরীক্ষায় সফল হলেই ডাক পাবেন পার্সোনালিটি টেস্টের জন্য। পরে মূল পরীক্ষা ও পার্সোনালিটি টেস্টে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেরিট অনুযায়ী নিয়োগ হবে। লিখিত পরীক্ষা এবং পার্সোনালিটি টেস্টের সময়সূচি এবং নির্দিষ্ট স্থান পরবর্তী সময়ে কললেটারে জানানো হবে।

শূণ্যপদগুলি হল — ক্রমিক নং (০১)ঃ পদের নাম ঃ সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড কমার্স (আই.টি) দপ্তরের অধীনে। শূন্যপদ ২টি। পদগুলো অসংরক্ষিত। অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। ক্রমিক নং (০২) ঃ পদের নাম ঃ সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ হোম (জেল) ডিপার্টমেন্টের অধীনে। শূন্যপদ ১৬টি। সর্বোপরি ১টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তবে ৮টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। এর মধ্যে আবার ৩টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ৫টি পদ এসটি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ২টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ৩টি পদ এসসি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ১টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ক্রমিক নং (০৩)ঃ পদের নাম ঃ সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট ঃ ফিনান্স ডিপার্টমেন্ট (ট্যাক্সেস অর্গানাইজেশন)-এর অধীনে। শূন্যপদ ৯টি। সর্বোপরি ১টি পদ শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। তবে ৩টি পদ অসংরক্ষিত। অর্থাৎ জেনারেল, এসসি, এসটি, ওবিসি যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারবেন। এর মধ্যে আবার ১টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। ৫টি পদ এসটি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। এর মধ্যে আবার ২টি পদ মহিলা প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত। এছাড়া, ১টি পদ এসসি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। শূন্যপদের সংখ্যা দপ্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী বাড়তেও পারে। শূন্যপদের বিস্তারিত বিভাজন দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। পদগুলো গ্রুপ - সি, নন্-গেজেটেড। শিক্ষাগত যোগ্যতা - কম্পিউটার এপ্লিকেশন/ কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি পাশ হতে হবে। অথবা, কম্পিউটারে ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স অথবা কম্পিউটারে ও লেভেল সার্টিফিকেট কোর্স সহ যে-কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি যে-কোনও বিষয়ে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ হলেও আবেদন করা যাবে। এছাড়া, বাংলা/ ককবরক ভাষা জানার বাঞ্ছনীয় (ডিজাইরেবল) যোগ্যতা থাকতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে দেখতে পারেন। বয়স ঃ ৩১-০৭-২০২৫ তারিখের হিসেবে ২১ - ৪০ বছর। এসসি/ এসটি/ শারীরিক প্রতিবন্ধী/ সরকারি কর্মরতদের জন্য সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ৫ বছরের ছাড় রয়েছে। বেতনক্রম ঃ সেল-১, লেভেল ৯-এর ভিত্তিতে ত্রিপুরা স্টেট পে মেট্রিক্স, ২০১৮ অনুযায়ী। উল্লেখ্য, সকল প্রার্থীদের অবশ্যই পিআরটিসি থাকতে হবে। দরখাস্ত জমা দেওয়ার সময় কোনও ডকুমেন্টস/ সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রের প্রত্যয়িত কপি আপলোড করে বা জুড়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে, সমস্ত ডকুমেন্টস/ সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রের প্রত্যয়িত কপি টিপিএসসি অফিসে জমা দিতে হবে।

## এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **টেকনেশিয়ান (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৬২৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএসসি ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অফিসার (ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ৫,২০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২০-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ১৭ আগস্ট থেকে, আগরতলা সহ সারা দেশে, বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **আর্টিসান (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৫১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুলাই,
লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট (রাজ্য সরকার),**
টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ,
শূন্যপদ ঃ ২৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, ১ বছরের ডিসিএ কোর্স করা হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **অগ্নিবীর বায়ু (এয়ার ফোর্স)**
শূন্যপদ ঃ ৩,১৩১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ১৭.৫-২১ বছর,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩১১৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিক্যাল ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি, এমএসসি পাশ হতে হবে।
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **সায়েন্টিস্ট-বি (ডিআরডিও),**
শূন্যপদ ঃ ১৫২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ,
বয়স ঃ ২০-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই,
কম্পিউটার ভিত্তিক/ লিখিত পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **আধার সুপারভাইজর, অপারেটর (কেন্দ্রীয় মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ২০৩টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ আগস্ট,
কম্পিউটার ভিত্তিক/ লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার (রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক),**
শূন্যপদ ঃ ২৫০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই,
বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭৪টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ট্রেনি অফিসার (ব্যাঙ্ক, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ২০-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ আগস্ট,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* পদের নাম ঃ **ইন্টেলিজেন্স অফিসার, এক্সিকিউটিভ (আই.বি),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭১৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট,
লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

## রেলে চাকরির লক্ষ্যে ৩১১৫ এপ্রেন্টিস অনলাইনে আবেদন, পরীক্ষা ছাড়াই নিয়োগ

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** সারা দেশ জুড়ে ভারতীয় রেলে এপ্রেন্টিস নিয়োগের জন্য অনলাইনে অথবা ডাকযোগে দরখাস্ত পাঠাতে বলা হয়েছে, আসন সংখ্যা এই মুহূর্তে প্রায় ১০ হাজার হলেও পূর্ব রেলওয়েতে ৩১১৫টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিকের পর আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত প্রার্থীরা পূর্ব রেল বা দক্ষিণ রেলের বিভিন্ন ডিভিশনে এবং ওয়ার্কশপে যে-কোনও একটি ক্লাস্টারের উদ্দেশ্যে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। অন্য রেলওয়ের জন্যও অনলাইনে নির্দিষ্ট সময়ে দরখাস্ত পাঠানোর সুবিধা রয়েছে। ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা দিতে হয় না। মেধার ভিত্তিতে বাছাইকৃতদের সাক্ষাৎকারের সময়সূচি পরে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — প্রার্থীদের যোগ্যতা অনুযায়ী কেবলমাত্র যে-কোনও একটি ডিসিপ্লিন-এর জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারেন মধ্য রেলের জন্য ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৩১ জুলাই। যদি কোনও প্রার্থী একাধিক ট্রেড বা ডিসিপ্লিন-এর জন্য আবেদন করেন, তাঁর সমস্ত আবেদন বাতিল করা হবে। একইভাবে একাধিক ডিভিশনেও আবেদন করা যাবে না। অধিকতর পেশগত যোগ্যতা যথা বিই/ বিটেক/ এমবিএ/ এমসিএ যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীদের বিবেচনা করা হবে না। সময়ে সময়ে প্রযোজ্য ভারত সরকারের নির্দেশাবলী অনুসারে ট্রেড এবং অবস্থানের জন্য প্রযোজ্যমতো প্রতি মাসে নির্ধারিত হারে স্টাইপেন্ড দেওয়া হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাবলী পেয়ে যাবেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব-এ। রেলওয়ের জোন অনুযায়ী অনলাইনে আবেদন করার পদ্ধতিও পেয়ে যাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্ত পূরণ করার কৌশল, ইন্টারনেটের ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি পাঠানো, লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস এবং বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। প্রার্থিবাছাই পদ্ধতির বিস্তারিত সময়সূচি এবং স্থান পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং কল লেটার পাঠানো হবে।

ভারতীয় রেলে চাকরির জন্য এধরনের ট্রেড এপ্রেন্টিস ট্রেনিংয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। ভারতীয় রেলে সারা দেশ জুড়ে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে প্রায় ১০ হাজার জনকে বাছাইয়ের জন্য দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ট্রেড এপ্রেন্টিস হিসেবে যোগদান করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ৩১-০৭-২০২৫-এর হিসেবে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষণ যেমন থাকবে, তেমনি বয়সের উর্ধ্বসীমায়ও যথারীতি ছাড় রয়েছে। আসন সংখ্যার বিশদ বিভাজন ট্রেড ভিত্তিক সংখ্যা ইত্যাদি দেখতে পাবেন 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে'র ওয়েব সাইটে, 'এপ্রেন্টিস' ট্যাব লিঙ্কে। পূর্ব রেলের ক্ষেত্রে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর - আরআরসি/ ইআর/ এক্ট এপ্রেন্টিস/২০২৫-২৬, তারিখ ০১ জুলাই, ২০২৫। ক্লাস্টার ও ট্রেড অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন এই রকম — হাওড়া ডিভিশনে ফিটার ট্রেডে মোট আসন ২৮১টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ১১৪টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ২৮টি, এসসি'র জন্য ৪২টি, এসটি'র জন্য ২১টি, ওবিসি'র জন্য ৭৬টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ১২টি আসন সংরক্ষিত। ওয়েল্ডার ট্রেডে মোট আসন ৬১টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২৫টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ৬টি, এসসি'র জন্য ৯টি, এসটি'র জন্য ৫টি, ওবিসি'র জন্য ১৬টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। মেকানিকেল ট্রেডে মোট আসন ৯টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১টি, এসসি'র জন্য ১টি, এসটি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। মেকানিকেল ডিজেল ট্রেডে মোট আসন ১৭টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৬টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ২টি, এসসি'র জন্য ৩টি, এসটি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৫টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ১টি আসন সংরক্ষিত। মেশিনিস্ট ট্রেডে মোট আসন ৯টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৪টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১টি, এসসি'র জন্য ১টি, এসটি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ২টি আসন সংরক্ষিত। কার্পেন্টার ট্রেডে মোট আসন ৯টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ২টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১টি, এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। ওয়ারম্যান ট্রেডে মোট আসন ৯টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৩টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১টি, এসসি'র জন্য ১টি, এসটি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৩টি আসন সংরক্ষিত। রেফ্রিজারেটর এন্ড এসি মেকানিক ট্রেডে মোট আসন ১৭টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ১টি, এসসি'র জন্য ২টি, এসটি'র জন্য ১টি, ওবিসি'র জন্য ৫টি আসন সংরক্ষিত। ইলেকট্রিশিয়ান ট্রেডে মোট আসন ২২০টি। এর মধ্যে অসংরক্ষিত ৮৯টি, ইডব্লিওএস-এর জন্য ২২টি, এসসি'র জন্য ৩৪টি, এসটি'র জন্য ১৬টি, ওবিসি'র জন্য ৫৯টি, শারীরিকভাবে বিশেষ সক্ষম প্রার্থীদের জন্য ১০টি আসন সংরক্ষিত। একইভাবে অন্যান্য ডিভিশন যেমন - লিলুয়া, শিয়ালদাহ, কাঁচরাপাড়া, মালদা, আসানসোল, জামালপুর-এর ক্ষেত্রে বিশেষ করে ওয়েল্ডার, টার্ণার, আইটি মেন্টেন্যান্স, পেইন্টার, স্টেনোগ্রাফার, কম্পিউটার অপারেটর, মেশিনিস্ট সহ আরো ২৭টি ট্রেড ও ক্যাটেগরী অনুযায়ী আসন সংখ্যার বিভাজন জানতে এঁদের ওয়েবসাইটে লগঅন করে দেখে নিতে হবে। প্রয়োজনে হোয়াটস্অ্যাপ নম্বরেও তা জেনে নিতে পারেন।

## রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে ২৫০০ অফিসার দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়লো

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** ব্যাঙ্কিং সেক্টরে চাকরির সুযোগ বেড়েছে। সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তির অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ বাড়িয়ে সুযোগ বৃদ্ধি করা হয়েছে। কর্মপ্রার্থী বন্ধুদের জন্য বিজ্ঞপ্তির গুরুত্বপূর্ণ অংশ এখানে পুনরায় প্রকাশ করা হলো। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে বিশেষ করে ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসারপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার পদে ২৫০০ জন নিয়োগ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায়।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক অর্থাৎ ব্যাঙ্ক অফ বরোদায় চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৭-২০২৫-এর হিসেবে ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বয়সের উর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। এছাড়া, বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি, ওবিসি ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে দৃষ্টিহীন, কম দৃষ্টি-সংক্রান্ত ও চলতে-ফিরতে না পারা সংক্রান্তপ্রতিবন্ধীরাও (পিডব্লুডি) যথারীতি আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে কিছু সংখ্যক পদ। এর মধ্যে আবার শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্যও সংরক্ষিত কিছু শূন্যপদ। যেমন, মোট শূন্যপদ ২৫০০-এর মধ্যে এসসি'র জন্য ৩৬৭টি, এসটি'র জন্য ১৭৮টি, ওবিসি'র জন্য ৬৬৭টি এবং ই.ডব্লিও.এস-এর জন্য ২৪৫টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, ১০৪৩টি পদ জেনারেল বা সাধারন প্রার্থীদের জন্য। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্যও সংরক্ষিত রয়েছে ৯৫টি পদ। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন ইত্যাদি দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। কম্পিউটারে বিশেষ দক্ষতার পাশাপাশি এবং ফিনান্স সেক্টরে নির্দিষ্ট সময় ধরে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকলে অবশ্যই অগ্রাধিকার পাবেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন।

প্রার্থীবাছাই হবে সরাসরি সাক্ষাৎকার বা পার্সোনাল ইন্টারভিউর মাধ্যমে। কিছু কিছু পদের ক্ষেত্রে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলায় রাখা হয়েছে। পরীক্ষা বা সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। তবে উপযুক্ত বা শর্ট লিস্টেড প্রার্থীরাই ডাক পাবেন ইন্টারভিউর জন্য। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে পরীক্ষা বা ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ৩ আগস্টের মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে আবেদন করার শেষ তারিখ ৩ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন। নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের সমস্ত সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন পদ্ধতিতে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড, প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ/ টেলিগ্রাম নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং বিওবি/ এইচআরএম/ আরইসি/ এডিভিটি/ ২০২৫/ ০৫, তারিখ ০৪-০৭-২০২৫। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

## সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

**কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা।।** * রেল মন্ত্রকের অধীনে **টেকনেশিয়ান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৬২৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই, ডিপ্লোমা, বিএসসি ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-৩৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৮ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **আর্টিসান** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ৫১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ জুলাই, লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তবে দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাজ্য সরকারের অধীনে **সিনিয়র কম্পিউটার অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। টিপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগ, শূন্যপদ ঃ ২৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, ১ বছরের ডিসিএ কোর্স করা হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, লিখিত পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা, তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* এয়ার ফোর্সে **অগ্নিবীর বায়ু** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩,১৩১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ১৭.৫-২১ বছর, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩১১৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ হতে হবে, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃত প্রার্থীদের ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিক্যাল ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, বিএসসি, এমএসসি পাশ হতে হবে। বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র ও দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ডিআরডিও-তে **সায়েন্টিস্ট-বি** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৫২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক পাশ, বয়স ঃ ২০-৩৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩১ জুলাই, কম্পিউটার ভিত্তিক/ লিখিত পরীক্ষার দিনক্ষণ ও কেন্দ্র বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে **আধার সুপারভাইজর, অপারেটর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০৩টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, ডিপ্লোমা, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১ আগস্ট, কম্পিউটার ভিত্তিক/ লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে **লোক্যাল ব্যাঙ্ক অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদঃ ২৫০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিসিএ/ বিই/ বিটেক ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, বয়স ঃ ২১-৩০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩ আগস্ট পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, দিনক্ষণ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭৪টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআই পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ২৪ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৫ আগস্ট, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর নির্দিষ্ট তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

* বহিঃরাজ্যের ব্যাঙ্কে **ট্রেনি অফিসার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ১৬৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিগ্রি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ২০-৩২ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ৬ আগস্ট, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার কেন্দ্র ও দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইটে এবং কল লেটারে জানানো হবে।

* আই.বি দপ্তরের অধীনে **ইন্টেলিজেন্স অফিসার, এক্সিকিউটিভ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭১৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ অর্থাৎ বিএ/ বিকম/ বিএসসি/ বিই/ বিটেক .... ইত্যাদি পাশ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৭ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ আগস্ট, লিখিত পরীক্ষার কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে, তবে তারিখ সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

শুক্রবার আগরতলায় পেনসনার্স ইঞ্জিনিয়ারদের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

# ড্রোন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ: ভারতের প্রতিরক্ষা শক্তিতে বড় সাফল্য

নয়াদিল্লি, ২৫ জুলাই : ভারতের প্রতিরক্ষা খাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হল ড্রোন থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য প্রিসিশন গাইডেড ক্ষেপণাস্ত্র-এর তৃতীয় সংস্করণ ইউএলপিজিএম-ভি৩-এর সফল পরীক্ষা। প্রতিরক্ষা গবেষণা ও উন্নয়ন সংস্থা এই অত্যাধুনিক মিসাইলটির সফল পরীক্ষা চালায় আন্ধ্র প্রদেশের কুরনুল জেলার ন্যাশনাল ওপেন এরিয়া রেঞ্জ-এ। এই পরীক্ষা দেশের প্রতিরক্ষা আত্মনির্ভরতার লক্ষ্যে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক বলে মনে করা হচ্ছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং নিজেই সামাজিক মাধ্যমে এক পোস্টে ডিআরডিও-কে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, 'ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতায় এক বড় উত্তরণ ঘটল। ডিআরডিও সফলভাবে ইউএভি লঞ্চড প্রিসিশন গাইডেড মিসাইল -ভি৩-এর ফ্লাইট ট্রায়াল সম্পন্ন করেছে। এটি ভারতীয় প্রতিরক্ষা প্রযুক্তির উন্নয়নে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ডিআরডিও, শিল্প অংশীদার, ডিসিপিপি, এমএসএমই এবং স্টার্টআপদের অভিনন্দন জানাই। এই সাফল্য প্রমাণ করে যে ভারতীয় শিল্প এখন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি আত্মস্থ করে নিজেরাই উৎপাদন করতে সক্ষম।"

ইউএলপিজিএম-ভি৩ হল একটি হালকা, নির্ভুল এবং উচ্চ প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, যা নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে অত্যন্ত কার্যকরভাবে আঘাত হানতে সক্ষম। এটি বিভিন্ন ধরণের ইউএভি বা ড্রোন প্ল্যাটফর্ম থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য। এই ক্ষেপণাস্ত্রের অন্যতম বিশেষত্ব হল এর উন্নত ইমেজিং ইনফ্রারেড সিকার, যা লক্ষ্যবস্তুকে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে শনাক্ত করতে সাহায্য করে, এবং ডুয়াল থ্রাস্ট প্রপালশন সিস্টেম, যা ক্ষেপণাস্ত্রটিকে দীর্ঘ পাল্লায় দ্রুত ও স্থিতিশীলভাবে চালিত করতে সক্ষম করে তোলে।

ইউএলপিজিএম সিরিজের আগের সংস্করণ ভি২, ডিআরডিও-র টার্মিনাল ব্যালিস্টিক্স রিসার্চ ল্যাবরেটরি দ্বারা উন্নয়ন করা হয়েছিল। সেই সংস্করণে একাধিক ওয়ারহেড কনফিগারেশনের সুযোগ ছিল, যা বিভিন্ন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অভিযোজনযোগ্যতা এনে দেয়। নতুন ভি৩ সংস্করণে সেই সক্ষমতাকে আরও প্রসারিত করে আরও আধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্ত করা হয়েছে।

ইউএলপিজিএম-ভি৩-এর সফল পরীক্ষা ভারতের সামরিক বাহিনীর কৌশলগত ক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি করবে। যুদ্ধক্ষেত্রে নির্ভুল লক্ষ্যবস্তুর উপর আঘাত হানার প্রয়োজনীয়তা যেমন বাড়ছে, তেমনই প্রতিপক্ষের নজর এড়িয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে হামলা চালানোর সক্ষমতাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই মিসাইল সেই দুই ক্ষেত্রেই ভারতের শক্তি বাড়াবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ড্রোন বা ইউএভি-এর মাধ্যমে পরিচালিত ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ভবিষ্যতের যুদ্ধের রূপরেখা নির্ধারণ করবে। এই সফল পরীক্ষা ভারতীয় সেনার আধুনিকীকরণ এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতির পথে একটি বড় পদক্ষেপ। এই সফল ট্রায়ালের পেছনে নোয়ার, অর্থাৎ ন্যাশনাল ওপেন এরিয়া রেঞ্জ -এর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কুরনুল জেলার এই অত্যাধুনিক পরিকাঠামো ডিআরডিও-এর হাই-টেক অস্ত্র পরীক্ষার কেন্দ্র হিসেবে ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে এখানেই সফলভাবে লেজারভিত্তিক ডিরেক্টেড এনার্জি ওয়েপন -এর ট্রায়াল চালানো হয়েছে, যেখানে স্থির-উইং ইউএভি এবং স্বার্ম ড্রোনগুলিকে ধ্বংস করা হয়েছে।এটি প্রমাণ করে যে ভারতের পরীক্ষণ এবং উন্নয়ন অবকাঠামো দ্রুত আধুনিক হচ্ছে এবং বিভিন্ন উচ্চ প্রযুক্তির অস্ত্রের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছে।

এই ইউএলপিজিএম-ভি৩ ট্রায়াল সফল হওয়ায় ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন শিল্পের আত্মনির্ভরতা আরও দৃঢ় হল। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগ এবং প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। ডিআরডিও ছাড়াও বেসরকারি শিল্প অংশীদার, এমএসএমই এবং স্টার্টআপদের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই প্রকল্প ভবিষ্যতে প্রতিরক্ষা খাতে দেশীয় উৎপাদনের পরিমাণ বহুগুণে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই মিসাইল ভবিষ্যতে সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী এমনকি নৌবাহিনী --- সকল বাহিনীর অস্ত্রভাণ্ডারে যুক্ত হতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। ভারতের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে এই ইউএলপিজিএম-ভি৩-এর সফল পরীক্ষা শুধু একটি প্রযুক্তিগত সাফল্য নয়, বরং একটি বড় কৌশলগত এবং রাজনৈতিক বার্তা। এটি স্পষ্ট করে দেয় যে ভারত এখন আর প্রতিরক্ষার দিক থেকে পিছিয়ে নেই, বরং আধুনিক প্রযুক্তিতে বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত।

## শীর্ষ আদালতের নির্দেশে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে সমন জারির স্থগিতাদেশ বাড়ল, সাভারকর প্রসঙ্গে সতর্কবার্তা

নয়া দিল্লি, ২৫ জুলাই: বৃহস্পতিবার শীর্ষ আদালত কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে লখনউয়ের নিম্ন আদালতে জারি হওয়া সমনের স্থগিতাদেশ আরও চার সপ্তাহের জন্য বাড়িয়ে দিল। সাভারকর সম্পর্কে তাঁর বিতর্কিত মন্তব্যের প্রেক্ষিতে দায়ের হওয়া মানহানির মামলায় এই আদেশ দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত ও বিচারপতি মনমোহন-এর ডিভিশন বেঞ্চ এই মামলার শুনানিতে জানায়, বাদীপক্ষের তরফে পাল্টা হলফনামা দাখিলের জন্য আরও সময় চাওয়ায় এই মেয়াদ বৃদ্ধি করা হল। আদালত অভিযোগকারীর উদ্দেশ্যে দুই সপ্তাহ সময় নির্ধারণ করেছে পাল্টা হলফনামা দাখিলের জন্য।

এর আগে এপ্রিল মাসে, আদালত রাহুল গান্ধীকে অন্তর্বর্তীকালীন স্বস্তি দিয়েছিল ঠিকই, তবে কড়া হুঁশিয়ারিও জারি করেছিল। বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত তখন রাহুলকে ইতিহাসের পাঠ দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তাঁর ঠাকুমা তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও বিনায়ক দমোদর সাভারকারের প্রশংসা করেছিলেন।বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, "আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের নিয়ে কোনও কুৎসিত মন্তব্য বরদাস্ত করব না। আজ যদি কেউ বলে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন ব্রিটিশদের দাস, তা হলে?" এই মন্তব্যের মাধ্যমে বেঞ্চ রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্বশীল আচরণ করার পরামর্শও দিয়েছে।বিচারপতিরা বলেন, "সাভারকার মহারাষ্ট্রে পূজিত হন। এ ধরনের মন্তব্য করলে ভবিষ্যতে গুরুতর পরিণতির মুখোমুখি হতে হতে পারে।"

## ৪০০০ মেট্রিক টন অবৈধ কয়লা গায়েব, হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের জবাবদিহি তলব করল

শিলং, ২৫শে জুলাই — মেঘালয়ের দুটি কয়লা ডিপো থেকে প্রায় ৪,০০০ মেট্রিক টন অবৈধভাবে খনন করা কয়লা গায়েব হয়ে যাওয়ার পর হাইকোর্ট রাজ্য সরকার ও তার সংস্থাগুলির কাছে জবাবদিহি চেয়েছে। রাজাজু এবং দিয়েংগান গ্রাম থেকে এই কয়লার মজুত অদৃশ্য হয়ে গেছে, যদিও পূর্বে সরকারি সমীক্ষায় এর রেকর্ড ছিল। বিচারপতি এইচ এস থাংখিউয়ের নেতৃত্বাধীন হাইকোর্টের বেঞ্চ ২৪শে জুলাই এই মামলার শুনানি করে। আদালত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে, যেসব ব্যক্তি বা কর্মকর্তা এই কয়লা গায়েব হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন, তাদের চিহ্নিত করতে হবে, যে কয়লা ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পতাকাঙ্কিত হয়েছিল।

রাজ্যে কয়লা খনন ও পরিবহন সমস্যা পর্যবেক্ষণকারী বিচারপতি বিপি কাটাকি কমিটির ৩১তম অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনে এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাঠ পর্যায়ের যাচাইয়ের সময় দিয়েনগানে মেঘালয় বেসিন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির পূর্বের রেকর্ড করা ১,৮৩৯.০৩ মেট্রিক টনের বিপরীতে মাত্র ২.৫ মেট্রিক টন কয়লা পাওয়া গেছে। আর রাজাজুতে ২,১২১.৬২ মেট্রিক টনের বিপরীতে মাত্র ৮ মেট্রিক টন কয়লা অবশিষ্ট ছিল।

আদালত মন্তব্য করেছে যে, এই অবৈধ কয়লা অনেক আগেই চিহ্নিত করা হয়েছিল, তবুও 'অজ্ঞাত ব্যক্তিরা' কয়লা উত্তোলন ও পরিবহন করতে সক্ষম হয়েছে, যা মাঠ পর্যায়ে প্রয়োগের বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে। আদালত রাজ্যকে নির্দেশ দিয়েছে, যারা এই ঘটনার জন্য দায়ী তাদের খুঁজে বের করতে এবং যাদের তত্ত্বাবধানে এই ত্রুটি হয়েছে তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে। গায়েব হয়ে যাওয়া কয়লা ছাড়াও, প্রতিবেদনে কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের ডিপোগুলিতে মজুত পুনঃমূল্যায়িত এবং পুনঃযাচাইকৃত কয়লার নিষ্পত্তির আশেপাশে বেশ কয়েকটি অমীমাংসিত সমস্যার উপরও আলোকপাত করা হয়েছে। ২রা জুনের আদালতের আদেশের পর, সিআইএল সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে অবশিষ্ট মজুত কয়লা নিলাম করার আরও নির্ভরযোগ্য ও দ্রুত পদ্ধতি তৈরি করা যায়। সিআইএল চারটি প্রস্তাব জমা দিয়েছে, যার মধ্যে তিনটি ইতিমধ্যেই সংশোধিত ব্যাপক পরিকল্পনা, ২০২২-এর অংশ। কমিটি দুটি নতুন ধারা অন্তর্ভুক্ত করার সুপারিশ করেছে, যেখানে ১২০ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থপ্রদান এবং সম্পূর্ণ অর্থপ্রদানের ১২০ দিনের মধ্যে কয়লা উত্তোলন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এতে ব্যর্থ হলে বিড বাতিল, আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট বাজেয়াপ্ত এবং কয়লার পুনঃনিলাম হবে।

নিলাম প্রক্রিয়াকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং কার্যকর করতে, কমিটি স্থানীয় অনুমোদিত কয়লা-ভিত্তিক শিল্পগুলির সাথে সভা করার সুপারিশ করেছে যাতে তাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা যায়। এটি পাইকারি গ্রাহকদের জন্য ছাড়ের হার প্রস্তাব করেছে এবং সিআইএল -এর পক্ষ থেকে একটি পরামর্শও দেওয়া হয়েছিল যে, সমস্ত মুলতুবি সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত নিলাম প্রক্রিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হোক। আদালত উল্লেখ করেছে যে, রাজ্য এই সুপারিশ গ্রহণ করেছে এবং বর্তমানে মজুত কয়লার নতুন নিলাম স্থগিত রেখেছে।

কমিটি মেসার্স গরুড় ইউএভি এবং এমবিডিএ দ্বারা পরিচালিত ইউএভি সমীক্ষায় যাদের কয়লার মজুত প্রতিফলিত হয়নি বলে দাবি করা ২১টি আবেদন পরীক্ষা করেছে। আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে, এর মধ্যে মাত্র একটি দাবিই সঠিক প্রমাণিত হয়েছে। ১৪ জন আবেদনকারীর কয়লার মজুত সমীক্ষা স্থানাঙ্কের সাথে মেলেনি, ছয়টি সুপ্রিম কোর্টে জমা দেওয়া হলফনামা দ্বারা সমর্থিত ছিল না, এবং একজন ব্যক্তির কয়লা সরকারি মজুতের অংশ ছিল না বলে আদালত উল্লেখ করেছে।

হাইকোর্ট রাজ্যকে এই আবেদনগুলির জবাবে কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে — খনিজ ও খনি আইন, ১৯৫৭ এর অধীনে পুলিশ অভিযোগ বা এফআইআর দায়ের করা হয়েছে কিনা — তা স্পষ্ট করতে এবং ফলাফল রিপোর্ট করতে বলেছে। কমিটির ৩০তম অন্তর্বর্তী প্রতিবেদনের জবাবে রাজ্য দ্বারা দাখিল করা একটি স্থিতিপত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, রাজাজু এবং দিয়েংগান, সেইসাথে দক্ষিণ গারো পাহাড়ে নিখোঁজ কয়লার সাথে সম্পর্কিত এফআইআর দায়ের করা হয়েছে, তবে তদন্ত বা জবাবদিহিতা সম্পর্কে আর বিস্তারিত কিছু দেওয়া হয়নি। কমিটি ডেপুটি কমিশনারদের ইউএভি সমীক্ষা ডেটার সাথে ভৌত কয়লা মজুত ক্রস-চেক করতে এবং উল্লেখযোগ্য অসঙ্গতিগুলির ক্ষেত্রে এফআইআর দায়ের করতে নির্দেশ দিয়েছে।

প্রতিবেদনে ট্রাক নম্বর এবং পরিবহন চালানের মধ্যে অমিলের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে যে এই অসঙ্গতি যান্ত্রিক ত্রুটি এবং বিকল্প যানবাহনে কয়লা পুনরায় লোড করার কারণে ঘটেছে, জালিয়াতিপূর্ণ নথিপত্রের কারণে নয়। ওভারলোডিং উদ্বেগগুলি প্রয়োগকারী দলগুলি দ্বারা মোকাবিলা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। মুসিয়াং গ্রামে একজন কয়লা খনি শ্রমিকের মৃত্যুর বিষয়ে, একটি পুলিশ রিপোর্টে দাবিটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। কয়লা-ভিত্তিক শিল্পগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ও নিরীক্ষণের চলমান প্রচেষ্টা সম্পর্কে, প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে কোক ওভেন প্ল্যান্টগুলির উৎস অডিট এখনও

# ব্রিটেন চুক্তি: ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত

নয়াদিল্লি, ২৫শে জুলাই — ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই মাসের শুরুতে এক সপ্তাহব্যাপী বাণিজ্য আলোচনা শেষ করেছে, যার লক্ষ্য একটি অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করা। ১লা আগস্টের সময়সীমার আগে পারস্পরিক শুল্ক এড়াতে নয়াদিল্লির জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

ভারত-ইউকে (ইউনাইটেড কিংডম) বাণিজ্য চুক্তি অনেক দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ: লন্ডনের জন্য ব্রেক্সিট-পরবর্তী এটি সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি, আর নয়াদিল্লির জন্য এটি গত বছর স্বাক্ষরিত বিস্তৃত ইউরোপীয় মুক্ত বাণিজ্য সমিতি চুক্তির পর একটি প্রধান পশ্চিমা দেশের সঙ্গে প্রথম বড় বাণিজ্য চুক্তি।

ইউকে চুক্তিটি ভারত বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যে আলোচনা চালাচ্ছে, তার জন্য একটি নজির স্থাপন করতে পারে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে, ইউকে চুক্তিটি নয়াদিল্লি বর্তমানে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিটি দ্রুত সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি, তার জন্য ভারতের আলোচনার অবস্থান সম্পর্কে ইঙ্গিত দিতে পারে।

ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই মাসের শুরুতে এক সপ্তাহব্যাপী বাণিজ্য আলোচনা শেষ করেছে, যার লক্ষ্য একটি অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করা। এটি নয়াদিল্লির জন্য পারস্পরিক শুল্ক এড়াতে এবং ১লা আগস্টের নতুন সময়সীমার আগে তার এশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে এগিয়ে থাকার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ইউকে চুক্তির বিপরীতে, যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনা স্পষ্টতই দ্রুততার সাথে চলছে। তবে, যদি উভয় দেশ বারবার পরিবর্তিত সময়সীমার মধ্যে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, তাহলে ভারতের ২৬ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কের মুখোমুখি হতে হতে পারে।

ইউকে চুক্তি থেকে বোঝা যায় যে কৃষি একটি সুস্পষ্ট রেড লাইন এলাকা ছিল। ভারত বেশ কয়েকটি উচ্চ-সংবেদনশীল কৃষি পণ্যকে শুল্ক ছাড় থেকে বাদ দিয়েছে, যার মধ্যে দুগ্ধজাত পণ্য, তাজা আপেল, আখরোট, ছানা ও প্রক্রিয়াজাত ছানা, ব্লু-ভেনড চিজ এবং নির্দিষ্ট বীজ যেমন সবজি বীজ ও সুগার বিট বীজ। ইউকে-ও আলোচনা থেকে বিভিন্ন মাংস পণ্য এবং ডিম-ভিত্তিক আইটেম সহ অন্যান্য পণ্য বাদ দিয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের সাথে, কৃষি পণ্য নিয়ে আলোচনায় বাধা দেখা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র সয়া এবং ভুট্টা-এর মতো জেনেটিক্যালি মডিফাইড পণ্যের জন্য বাজার প্রবেশাধিকার চাইছে, পাশাপাশি অন্যান্য খাতেও বিস্তৃত প্রবেশাধিকার চাইছে। তবে, কৃষক সংগঠন ইন্ডিয়ান কোঅর্ডিনেশন কমিটি অফ ফার্মারস মুভমেন্টস সরকারকে ভারতীয় কৃষকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি থেকে কৃষির সমস্ত দিক বাদ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

এটা স্পষ্ট যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য চুক্তি ইউকে চুক্তির মতো নির্দিষ্ট খাতগুলির উপর কম এবং শিরোনাম সংখ্যার উপর বেশি গুরুত্ব দেবে। তবে ইউকে-এর মতো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনায় ভারত শ্রম-ঘন খাতগুলিতে বাজার প্রবেশাধিকারের জন্য চাপ দেবে, একই সাথে তার এশীয় সমকক্ষদের তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য শুল্ক পার্থক্য নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে। ইউকে চুক্তির পর ব্রিটিশ পণ্যের উপর ভারতের গড় শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে কমে ৩ শতাংশে দাঁড়াবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এখন, যদি ওয়াশিংটন ডিসি দ্বারা ভারতকে দেওয়া চূড়ান্ত শুল্ক চুক্তি ১০ থেকে ১৫ শতাংশের মধ্যে হয়, যা ইউকে এবং জাপানকে দেওয়া শুল্ক বিন্দুর সমান, তাহলে নয়াদিল্লির সন্তুষ্ট থাকার কারণ থাকবে। যদি শুল্ক ১৫ শতাংশের উপরে চলে যায় এবং ২০ শতাংশের কাছাকাছি আসে, যেমন ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করেছিল, তাহলে শুল্কের সুবিধা কমে যাবে। ভিয়েতনামের উপর আরোপিত ট্রান্সশিপমেন্ট ধারা ভারতের জন্য একটি সমস্যা হতে পারে, কারণ ভারতের অনেক রপ্তানিতে ফার্মাসিউটিক্যালস, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য এবং ইলেকট্রনিক্সের মতো খাতগুলিতে চীন সহ বাইরে থেকে ইনপুট এবং মধ্যবর্তী পণ্য আসে।

এছাড়াও, চীনকে দেওয়া চূড়ান্ত আমেরিকান শুল্ক প্রস্তাবের স্পষ্টতা একটি সংখ্যা যা আলোচকরা খুঁজছেন, কারণ নয়াদিল্লিতে একটি অন্তর্নিহিত অনুমান রয়েছে যে ট্রাম্প প্রশাসন একটি শুল্ক পার্থক্য বজায় রাখবে। ভারতীয় আলোচকদের জন্য, মার্কিন বেসলাইন শুল্ক ১০ শতাংশ এবং ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের উপর খাতভিত্তিক শুল্কের উপরে অন্যান্য শুল্ক একটি অতিরিক্ত জটিলতা। ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম এবং তামার উপর ৫০ শতাংশের মতো খাতভিত্তিক শুল্ক ইতিমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রপ্তানিকে প্রভাবিত করছে, এবং রাশিয়ান তেল কেনার জন্য স্কটুজ্জঙ্খছ দেশগুলির উপর ট্রাম্পের উচ্চ শুল্কের হুমকি একটি উদ্বেগের বিষয়।

ইউকে-এর সাথে, ভারত নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেখিয়েছে যা অন্য পক্ষ চেয়েছিল, যাকে নয়াদিল্লির কর্মকর্তারা 'কাঠামোগত এবং সুষম বাজার প্রবেশাধিকার প্রস্তাব' এর অংশ বলে অভিহিত করেছেন যা একটি 'উন্নয়ন-ভিত্তিক কোটা ভিত্তিক উদারীকরণ' প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারত প্রথমে ব্রিটিশ স্কচ হুইস্কির উপর শুল্ক বর্তমান ১০০-১৫০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে অর্ধেক করবে এবং তারপর ১০ বছরে তা ৪০ শতাংশে কমাবে, যা ব্রিটিশ সরকারের একটি মূল দাবি ছিল। অটোমোবাইলের উপর শুল্ক ধাপে ধাপে কমানো হবে। ইউকে চুক্তি অনুসারে, ভারত ১৫ বছরের মধ্যে ব্রিটিশ বিলাসবহুল গাড়ির উপর আমদানি শুল্ক ১০০ শতাংশের বেশি থেকে মাত্র ১০ শতাংশে নামিয়ে আনবে। তবে, শুল্কের এই হ্রাসকৃত হার কেবল ১০,০০০ ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য হবে, যা পঞ্চম বছরে ১৯,০০০-এ উন্নীত হবে।

ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে যা তাৎপর্যপূর্ণ তা হল, ইউকে-এর সাথে ছাড়ের কাঠামো ব্রিটিশ রপ্তানিকারকদের মূলত বড় ইঞ্জিন-সাইজের আইসিই যানবাহন এবং উচ্চ মূল্যের ইভি-এর জন্য বাজার প্রবেশাধিকার প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, একই সাথে ভারতের স্বয়ংচালিত শিল্পের সংবেদনশীল বিভাগগুলিকে রক্ষা করা হয়েছে, ভারতীয় সরকার জানিয়েছে। তবে, এটি উল্লেখ করা দরকার যে ইউকে মূলত বিলাসবহুল গাড়ি নির্মাতাদের আবাসস্থল যারা অ্যাস্টন মার্টিন এবং মিনি সহ বড় ইঞ্জিন ডিসপ্লেসমেন্ট এবং উচ্চ স্টিকার মূল্যের গাড়ি তৈরি করে। জাগুয়ার ল্যান্ড রোভারের ইতিমধ্যেই টাটা মোটরসের মাধ্যমে ভারতে উপস্থিতি রয়েছে।

ভারতীয় পক্ষ উল্লেখ করেছে যে প্রথম পাঁচ বছরে বৈদ্যুতিক, হাইব্রিড এবং হাইড্রোজেন চালিত যানবাহনে কোনো ছাড় দেওয়া হয়নি এবং ষষ্ঠ বছর থেকে ইভি যানবাহনের সংখ্যা আইসিই ইঞ্জিনের যানবাহনের সংখ্যা থেকে বাদ যাবে, যাতে ১৫ বছরের শুল্ক ছাড়ের শেষে মোট ৩৭,০০০ ইউনিটের কোটা বজায় থাকে। নয়াদিল্লির ওয়াশিংটন ডিসির সাথেও এটিই চাপানো উচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় গাড়ি নির্মাতাদের বাজার প্রবেশাধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

যদিও ভারত প্রথমে ইউকে থেকে স্কচ হুইস্কির উপর শুল্ক বর্তমান প্রায় ১০০-১৫০ শতাংশ থেকে ৭৫ শতাংশে অর্ধেক করবে এবং তারপর ১০ বছরে ৪০ শতাংশে কমাবে, তবে শিল্প বিশেষজ্ঞরা বলেছেন যে এটি আমদানি করা স্পিরিটগুলির দামকে উল্লেখযোগ্যভাবে নিচে নামাতে নাও পারে।

ভারত এমন আমদানির ক্ষেত্রগুলিতে বাজার উন্মুক্ত করার ক্ষেত্রে কিছুটা বাস্তববাদ দেখিয়েছে যেখানে দেশটি দুর্বল অথবা যেসব পণ্য মধ্যবর্তী পণ্য হিসাবে প্রয়োজন। এটিকে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হচ্ছে, কারণ ভারতের বর্তমান শুল্ক কাঠামোতে অনমনীয়তা রয়েছে যার মধ্যে ইনপুট এবং মধ্যবর্তী পণ্যগুলির উপর উচ্চ শুল্ক রয়েছে, যা দেশীয় খেলোয়াড়দের জন্য অসুবিধাজনক। ইউকে-এর সাথে, চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং মহাকাশ যন্ত্রাংশের মতো পণ্যগুলির উপর কম শুল্ক এই খাতগুলির ভারতীয় সংস্থাগুলির জন্য কিছু ইতিবাচক অর্থ হতে পারে।

শ্রমিকদের গতিশীলতা, যা একটি বিতর্কের বিষয় ছিল কারণ ভারত ব্রেক্সিট-পরবর্তী ইউকে-তে উচ্চতর সংবেদনশীলতার মধ্যে তার পরিষেবা খাতের জন্য উন্নত প্রবেশাধিকার চেয়েছিল, উভয় দেশই কিছু ছাড়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ভারত আইনি পরিষেবা, কর এবং জাতীয় সুরক্ষার মতো কিছু নিয়ন্ত্রক ছাড় বজায় রেখেছে, তবে ইউকে-এর ভারতের কাছে পরিষেবা প্রস্তাব আরও সতর্ক বলে মনে হচ্ছে এবং পেশাদার গতিশীলতার উপর এর প্রতিশ্রুতিগুলি সীমিত পরিসরের। ঐতিহ্যবাহী শেফ, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী এবং যোগ প্রশিক্ষকদের অস্থায়ী প্রবেশের জন্য বার্ষিক ১,৮০০ জনের কোটা মূলত কথার কথা, বিশেষ করে যখন ব্যবসায়িক ভ্রমণকারী বা আইটি পেশাদার সহ বৃহত্তর ভিসা বিভাগগুলিতে কোনও বাধ্যতামূলক প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আলোচনায় প্রতিধ্বনি করতে পারে। ডাবল কন্টিবিউশন কনভেনশনে যে ঐকমত্য হয়েছে, যার অধীনে ভারত এবং ইউকে-এর কর্মীরা অন্য দেশে তিন বছর পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে কাজ করলে শুধুমাত্র তাদের নিজ দেশে সামাজিক নিরাপত্তা অবদান রাখতে হবে, তা ভারতের জন্য একটি ইতিবাচক দিক হতে পারে, তবে ব্রিটিশ কর্মচারীরা এই বিধানটিকে ভবিষ্যতে কীভাবে দেখছে তা দেখা বাকি।

শ্রম-ঘন খাতগুলিতে, ভারত ইউকে-এর সাথে কঠোরভাবে আলোচনা করেছে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথেও একই নীতি অনুসরণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, টেক্সটাইল খাতকে ধরা যাক। এই খাতটি ইউকে-তে যথেষ্ট শুল্ক বাধার সম্মুখীন হয়েছে, যা টেক্সটাইল এবং পোশাকের জন্য ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম রপ্তানি গন্তব্য। চুক্তির পর শুল্ক ৯ শতাংশ থেকে শূন্যে নেমে আসার ফলে ভারত --- ইউকে-এর চতুর্থ বৃহত্তম টেক্সটাইল সরবরাহকারী --- ব্রিটেনের বাজারে তার সামান্য ৬ শতাংশের বেশি অংশীদারিত্ব বাড়াতে পারে, যা বর্তমানে চীন (২৫ শতাংশ), বাংলাদেশ (২০ শতাংশ) এবং তুরস্ক (৮ শতাংশ) এর মতো দেশগুলির একটি বৃহত্তর অংশীদারিত্ব রয়েছে।

## মন্ত্রীর মুখমন্ডল বিকৃত

● প্রথম পাতার পর

প্রকৃত দোষীদের গ্রেপ্তারের জন্য এজাহার করে।

রাধাকিশোরপুর থানায় উপস্থিত ছিলেন এডভোকেট কুন্তল দাস , এডভোকেট সুমন্তা চক্রবর্তী, রাধা কিশোর পুর মন্ডল সাধারণ সম্পাদকদ্বয় যথাক্রমে কুলক চক্রবর্তী ও তাপস দত্ত, গোমতী জেলা আইটি কনভেনার গোবিন্দ বর্ম, গোমতী জেলা সোশ্যাল মিডিয়া কো -কনভেনার বিকাশ দাস ও মাইনরিটি মোর্চার মন্ডল সভাপতি রেজাউল হোসেন, এস সি মোর্চার মন্ডল সভাপতি মানিক দাস প্রমুখ।

উল্লেখিত সকলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নির্বাণ দাসের নিকট প্রকৃত দোষীকে গ্রেপ্তারের দাবি জানান। মন্ডলের নেতৃত্বরা বলেন, বিরোধীরা চক্রান্ত করে মন্ত্রীর উন্নয়নের কাজকে স্তব্ধ করতে পারবেন না। পিছিয়ে পড়া গোমতী জেলাকে সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী। তাই উনার প্রতি গোমতী জেলাবাসির আস্থা, বিশ্বাস ও ভালোবাসা আছে। অবিলম্বে দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে বলে দাবি করেন।

## মহারাজাদের কৃষ্টি

● প্রথম পাতার পর

পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছে। আগে পর্যটনকে শিল্প ঘোষণা করা হলেও সেভাবে কাজ করা হয় নি। কিন্তু বর্তমান সরকার পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য গুরুত্ব দিয়েছে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে সিকিমের পরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে ত্রিপুরা। পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে আগামীতে এক্ষেত্রে আরো এগিয়ে যাবে ত্রিপুরা। উদয়পুরের বনদুয়ারে কিছুদিন আগে ৫১ শক্তিপীঠ পার্কের শিলান্যাস করা হয়েছে। সেটি গড়ে উঠলে রাজ্যের পর্যটন শিল্প আরো বিস্তৃত হবে। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুখ্যমন্ত্রীদের কনক্লেভে প্রত্যেক রাজ্যে অন্তত একটা বিশ্বমানের পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য গুরুত্ব তুলে ধরেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পর্যটনের বিকাশের মাধ্যমে বিদেশী মুদ্রাও বৃদ্ধি পাবে। কিছুদিন আগে টাটা গ্রুপের সঙ্গে রাজ্য সরকারের একটি মৌ হয়। এর মাধ্যমে পুরনো রাজভবন (পুষ্পবন্ত প্যালেস) এ একটি রাজ ঘরানার আদলে ফাইভ স্টার হোটেল নির্মাণ করা হবে। প্রায় ১০০টির মতো রুম হবে সেখানে। এরমধ্যে চারটি এক্সক্লুসিভ রুম থাকবে। এই রুমে থাকার জন্য প্রতিদিন দেড় থেকে দু লক্ষ টাকা খরচ হবে। টাটা গ্রুপের চেইনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে বিমান যোগে মানুষ সেখানে আসবেন। আর তারা সেখানে আসলে রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র ঘুরে দেখবেন। প্রায় ২০০ লোকের কর্মসংস্থান হবে সেখানে। রাজ্যের আরো অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রগুলির প্রসার ও প্রচার করতে হবে। ইকো ট্যুরিজমের উপরও গুরুত্ব দিয়েছে বর্তমান সরকার। এর পাশাপাশি আরো নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্র খুঁজে বের করতে হবে পর্যটন দপ্তরকে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, সিপাহীজলা জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত, বিধায়ক অন্তরা সরকার দেব, পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক ড. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল, পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা, পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রশান্ত বাদল নেগি সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এছাড়া চতুর্দশ দেবতা মন্দির থেকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।

## মহারাজগঞ্জ বাজার থেকে

● প্রথম পাতার পর

কিছু জানা যায়নি। শরীরে আঘাতেরও তো কোন চিহ্ন নেই। কিভাবে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু ঘটলো তা নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। ময়নাতদন্তের পরেই মৃত্যুর আসল ঘটনা উন্মোচিত হবে।

## আচমকা অসুস্থ ৪

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ। যা বিগত কিছুদিন পরপরই ছাত্র-ছাত্রীদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ ফের এই ভৌতিক কান্ড থেকে অসুস্থ ৪ ছাত্রছাত্রী। আদৌ কি ভৌতিক কান্ড না অন্য কিছু লুকিয়ে আছে আর পেছনে তা খতিয়ে দেখলেই আসল রহস্য উন্মোচন হবে বলে দাবি স্থানীয়দের।

# অল ত্রিপুরা পিএ. সিস্টেম এসোসিয়েশন-এর রাজ্য সম্মেলন আগামী ২৮ ও ২৯ জুলাই




**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই:** অল ত্রিপুরা পিএ সিস্টেম এসোসিয়েশন-এর রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে আগামী ২৮ জুলাই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। অল ত্রিপুরা পিএ. সিস্টেম এসোসিয়েশন-এর রাজ্য সম্মেলন আগামী ২৮ ও ২৯ জুলাই রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হতে হবে। সেই রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি আজ সাংবাদিক সম্মেলনে জানায় অল ত্রিপুরা পিএ সিস্টেম অ্যাসোসিয়েশন। আগামী ২৮ শে জুলাই সম্মেলনের প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হবে রক্তদান শিবির।অনুষ্ঠিত হবে সেমিনার। থাকবে পিএ সিস্টেম ও বাহারী আলোর ২দিন ব্যাপী মেলা প্রদর্শনী ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা।

# স্মার্ট মিটার ঃ দুশ্চিন্তার কারণ নেই : প্রাক্তন প্রকৌশলী

**আগরতলা, ২৫ জুলাই:** স্মার্ট মিটার তথ্য প্রযুক্তি নির্ভরশীল একটি মিটার। এই মিটার নিয়ে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। বর্ধিত বিদ্যুৎ বিলের সঙ্গে স্মার্ট মিটারের কোন সংযোগ নেই। স্মার্ট মিটার ব্যবহারের ফলে ভোক্তারা সঠিক সময়ে তাদের বিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কে অবগত থাকতে পারবেন। যার ফলে অনেকাংশেই লাভবান হবেন গ্রাহকরা। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করলেন বিদ্যুৎ নিগমের অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলীরা।

আজ আগরতলা প্রেসক্লাবে স্মার্ট মিটারের বিভিন্ন দিক নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হয়েছেন বিদ্যুৎ নিগমের অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলীরা। তারা বলেন, গোটা রাজ্যে স্মার্ট মিটার নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তারা এই বিভ্রান্তি দূর করতে স্মার্ট মিটারের বিভিন্ন দিক জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করছেন।

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাক্তন প্রকৌশলীরা বলেন, স্মার্ট মিটার একটি প্রকৃত তথ্য প্রযুক্তির সম্পন্ন মিটার। এই মিটার নিয়ে কোন দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কেননা এটি সঠিক সময়ে বিদ্যুতের ব্যবহার সম্পর্কে গ্রাহক এবং নিগম উভয়কে সচেতন করতে পারে। বর্তমান কিছুদিন ধরে স্মার্ট মিটার লাগানোর ফলে অধিক বিল আসার বিষয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে তার পেছনে অন্য কারণ রয়েছে। মূলত ফুয়েল এন্ড পাওয়ার পারচেস কস্ট এডজাস্টমেন্ট (এফপিপিসিএ) এবং স্যান্ড্রি এই দুটি যোগ হয়ে যে বিদ্যুৎ বিলটি আসছে সেটি বর্ধিত বলে মনে হচ্ছে। এফটিপিসিএ অর্থাৎ ফুয়েল কস্ট বিদ্যুৎ নিগম নির্ধারণ করে না। ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশনটি এটি নির্ধারণ করে, যা নিগমকে মানতে হয়। অর্থাৎ এফপিপিসিএ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিগমের কোন হাত নেই।

তিনি আরো বলেন, ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে রাজ্যে ধাপে ধাপে স্মার্ট মিটার লাগানো শুরু হয়েছে। কিন্তু তখন থেকে কোন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়নি। কিন্তু বর্তমান জুলাই মাসে বিলটি বর্ধিত আসায় সাধারণ জনগণ বিভ্রান্তির সম্মুখীন হচ্ছেন। তারা মনে করছেন স্মার্ট মিটারের জন্যই এই বিল বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু স্মার্ট মিটারের সঙ্গে এই বর্ধিত বিদ্যুৎ বিলের কোন সংযোগ নেই। কেননা গত দুই মাসের এরিয়ার চার্জ স্যান্ড্রি এবং এফপিপিসিএ চার্জ মিলে জুলাই মাসের বিল কিছুটা বর্ধিত এসেছে। যার ফলে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এর সঙ্গে স্মার্ট মিটারের কোন সংযোগ নেই। আগের মিটারে যে বিদ্যুতের রিডিং দেখা যেত একই রকম রিডিং স্মার্টমিটারেও আসছে। তাই স্মার্ট মিটার একটি নিরাপদ তথ্য প্রযুক্তি সম্পন্ন উন্নত মিটার। এর বিরুদ্ধে জনসমক্ষে সচেতনতা গড়ে তোলা একান্তই প্রয়োজন বলে দাবি করেন প্রাক্তন প্রকৌশলীগন।

তারা আরো জানান, রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গা থেকে অস্বাভাবিক বিদ্যুৎ বিলের অভিযোগ মেলেছে। এর পেছনে স্মার্ট মিটার দায়ী নয়, অন্য কোন কারণ রয়েছে। তাদের দাবি, যে সকল বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা এই রিডিং সংগ্রহ করেছেন তারা কোন ভুল করে রিডিং তুলে নিয়ে গেছেন। যার ফলে বিদ্যুৎ বিলে বড় অংকের বিল এসেছে। এর জন্য স্থানীয় বিদ্যুৎ দপ্তরে যোগাযোগ করে বিষয়টি জানানো হলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস প্রদান করেছেন তারা।

প্রাক্তন প্রকৌশলীদের দাবি, বিদ্যুৎ পরিষেবার উন্নতিকরণে স্মার্ট মিটার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়ের সাথে সাথে তথ্যপ্রযুক্তির সাথে নির্ভর করে গ্রাহক এবং নিগম উভয়ের সুবিধার্থে এই স্মার্ট মিটারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্মার্ট মিটার লাগানোর ফলে গ্রাহকরা তাদের বিদ্যুৎ খরচ সম্পর্কে প্রতিনিয়ত অবগত থাকতে পারবেন। পাশাপাশি কোন বিদ্যুৎ কর্মীর ভুলের কারণে বর্ধিত বিদ্যুৎ বিল আসার কোন সুযোগ থাকবে না।একই সময়ে ব্যবহারকৃত বিদ্যুৎ বিল গ্রাহক এবং নিগম উভয়ে লক্ষ্য করতে পারবেন। এছাড়াও কোন বিদ্যুৎ বিভ্রাট সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিলে নিগম অবগত হতে পারবেন। ফলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই পরিষেবা পাওয়ার সুযোগ অনেকাংশে বেড়ে যাবে। তাই স্মার্ট মিটার ব্যবহারের জন্য সকল নাগরিককে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রাক্তন প্রকৌশলীগণ। এই মিটার ব্যবহারের ফলে বিদ্যুৎ পরিষেবা আরো স্বচ্ছ হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তারা।

উল্লেখ্য এদিন অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সুজিত বিশ্বাস, দিলীপ দাস, দেবব্রত লস্কর, সুদীপ কর সহ অন্যান্যরা।

# ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বনমহোৎসব উদযাপন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই:** ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে বনমহোৎসব উদযাপন করা হয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণ ও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব তুলে ধরে ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে উদযাপিত হলো বনমহোৎসব। স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য এসসিইআরটি অধিকর্তা এল. ডারলং। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলা শিক্ষা আধিকারিক পল্লব কান্তি সাহা সহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও ছাত্রছাত্রীরা।বিদ্যালয় চত্বরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই বনমহোৎসব উদযাপন করা হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বক্তব্য রাখেন অতিথিরা। তারা বলেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে প্রকৃতিপ্রেমী করে গড়ে তুলতে হলে এমন উদ্যোগ আরও বেশি করে নেওয়া প্রয়োজন এবং বেশি বেশি করে বনমহোৎসব আয়োজনের অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রতিবছরই ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিবেশ দিবস বা বনমহোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করে থাকে। এদিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ ও আগ্রহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা



**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# ধর্মনগরে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের উদ্বোধন, অব্যবস্থার চিহ্ন রেখে শুরু পঠনপাঠন

ধর্মনগর, ২৫ জুলাই : ধর্মনগর ডিগ্রি কলেজের ছাত্রাবাসে অস্থায়ীভাবে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রথম দিনের পাঠদান ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। যদিও বহুদিনের অপেক্ষার পর এই বিদ্যালয় চালু হওয়ায় আনন্দের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। তবে শুরু থেকেই চূড়ান্ত অব্যবস্থাপনার ছবি সামনে আসে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জেলা শাসক চাঁদনী চন্দন, বাগবাসা বিধানসভার বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় ওএনজিসির ধর্মেন্দ্র মিশ্রা, নবনিযুক্ত প্রিন্সিপাল প্রণব সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী রণজয় দেবনাথ সহ অন্যান্য অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক। কিন্তু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিশুদের মাটিতে বসিয়ে, অভিভাবকদের দাঁড় করিয়ে এবং সাংবাদিকদের বসার কোনো ব্যবস্থাই না রাখায় ক্ষোভ দেখা দেয়। এত বড় অনুষ্ঠানে এমন অনিয়ম অনেককে হতাশ করে। জেলাশাসক চাঁদনী চন্দন তাঁর ভাষণে বলেন, এই জেলায় কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় চালু হওয়ায় তিনি আনন্দিত দীর্ঘদিন ধরে বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ উনার সাথে যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন তাছাড়া উনার সময়েই উত্তর জেলার বাগবাসাতে এই কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তিনি অনেক আনন্দিত এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা ভবিষ্যতের তারাবিদ্যালয়ের নাম উজ্জ্বল করবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেন। বিধায়ক যাদব লাল দেবনাথ বলেন, বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি সোশ্যাল মিডিয়ার কটুক্তি উপেক্ষা করে বাগবাসা কেন্দ্রে বিদ্যালয় স্থাপনে সফল হয়েছেন এবং এজন্য যাঁরা সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের তিনি কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি জানান, নির্বাচনের আগে তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, কলেজ ব্রিজ এবং রাস্তাঘাটের কাজ তিনি নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পন্ন করেছেন এবং আগামী দিনেও বাকিগুলি সম্পূর্ণ করবেন। বর্তমানে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রণী পর্যন্ত মোট ১৪৩ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়েছে। আরও ৫৭ জনের ভর্তির সুযোগ রয়েছে। প্রতিটি বিভাগে ৪০ জন করে আসন ধার্য্য করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই চারজন স্থায়ী শিক্ষক এবং একজন প্রিন্সিপাল নিয়োগ পেয়েছেন, তিনজন অস্থায়ী শিক্ষকও নিযুক্ত হয়েছেন। যদিও বিদ্যালয়টি ধর্মনগর বিধানসভা কেন্দ্রে স্থাপন সম্ভব হয়নি, তথাপি দীর্ঘদিন ধরে ধর্মনগরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেন এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর অবদানও বিশেষভাবে স্মরণীয়। ত্রিপুরা রাজ্যে চলতি বছরে দুটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা ছিলএকটি উদয়পুরে এবং অপরটি উত্তর জেলায়। যদিও উদয়পুরে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি, উত্তর ত্রিপুরায় অবশেষে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় চালু হলো, যা এলাকার শিক্ষা পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করল।

# উইমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই: সারা বছরব্যাপি উইমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিট নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করে থাকে। সেরকমেই একটি কর্মসূচি ছিল শুক্রবার। প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবীর যাতে ব্যক্তিত্বের বিকাশ সঠিকভাবে হয়, সেজন্য আজ কলেজ ক্যাম্পাসে করা হয় আকস্মিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতার আয়োজন। প্রতিযোগিতায় বিচারকের ভূমিকায় ছিলেন অধ্যাপিকা রত্নাবলী রায় সেনগুপ্ত এবং অধ্যাপক বিপ্লব মজুমদার। বহুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহন করেছিল। তাছাড়া এদিন স্বেচ্ছাসেবীদের উপস্থিতির হার ও ছিল লক্ষ্যনীয়। এই ইভেন্ট এ অংশগ্রহনকারীদের হাতে এদিন কলম তুলে দেওয়া হয়। সমগ্র কর্মসূচিটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার রমা ভট্টাচার্য্য।

# পাঁচ দফা দাবিতে কৈলাসহর ডিডব্লিউএস দপ্তরে ডেপুটেশন সিপিআইএমের

আগরতলা, ২৫ জুলাই : দীর্ঘদিন ধরে কৈলাসহরে পানীয় জলের সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যা সমাধানে দাবিতে সিপিআইএমের তরফ থেকে ডিডব্লিউএস দপ্তরের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে। কমিটির পক্ষে জানানো হয়, শহরের বহু এলাকায় এখনও পর্যন্ত পানীয় জলের সঠিক ও নিয়মিত সরবরাহ নেই। অনেক জায়গায় দিনে একবারও জল আসে না, কোথাও আবার সপ্তাহে এক-দু'দিন এসে থেমে যায়। এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন দরকার বলেই দাবি জানায় সিপিআই(এম)। ডেপুটেশনে যেসব দাবিগুলি উত্থাপন করা হয়, সেগুলি হলোকৈলাসহর পুর এলাকায় প্রতিদিন দুইবেলা অন্তত একঘণ্টা করে পানীয় জল সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।পুর এলাকার পুরানো এবং জরাজীর্ণ পানীয় জলের পাইপলাইন সম্পূর্ণরূপে বদলে নতুন পাইপলাইন বসাতে হবে। কুবঝার-উত্তর কাচরঘাট এবং কাজিরগাঁও পাড়ায় দুটি নতুন ওভারহেড ট্রাঙ্ক নির্মাণ করে সেখানকার মানুষকে নিয়মিত পানীয় জল সরবরাহ করতে হবে।কৈলাসহর পুর পরিষদের নির্ধারিত পানীয় জল কর বাড়ানো চলবে না। মানুষের উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপানো অনুচিত।মনু নদীর উপর নির্মিত ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট থেকে জল উত্তোলনের জন্য নতুন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মোটর বসাতে হবে, যাতে জল সরবরাহে বিঘ্ন না ঘটে। আজকের এই দাবি সনদ পেশ করেন সিপিআই(এম) নেতৃত্ব সাগর ভট্টাচার্য্য,পিয়ালী চক্রবর্তী,মোহিত লাল ধর,মানিক লাল রায় সহ ঊনকোটি জেলা সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী, সিপিআই(এম) রাজ্য কভিটির সদস্য বিশ্বরূপ গোস্বামী,শহরাঞ্চল কমিটির সম্পাদক অরুনাভ সরকার সহ অন্যান্যরা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিপিআই(এম) শহরাঞ্চল কমিটির সম্পাদক অরুনাভ সরকার বলেন, এই দাবিগুলি অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের কাছে লিখিতভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তারা আরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সমস্যাগুলোর দ্রুত সমাধান না হলে আগামী দিনে গণআন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তারা। ডিডব্লিউএস দপ্তরের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন গ্রহণ করে আশ্বাস দেওয়া হয়, দাবিগুলি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে এবং যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

# জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগের সাফল্য, আস্থা রেখে জীবন ফিরে পেলেন মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত রোগীনি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই:** গোবিন্দ বল্লভ পন্থ আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালসম্প্রতি এক বিরল ও জটিল মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণজনিত রোগীর সফল অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করে রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উপর আস্থা স্থাপনের এক উজ্জ্বল উদাহরণ তৈরি করেছে। প্রাথমিকভাবে রাজ্যের বাইরে চিকিৎসা নিতে ইচ্ছুক রোগীর পরিবার শেষপর্যন্ত জিবিপি হাসপাতালের উপর ভরসা রেখেছিল এবংতার প্রাণও রক্ষা পায়। এই ঘটনা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক বার্তা বহন করে। ২৮ বছর বয়সী এক তরুণী মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ নিয়ে ১৫ জুলাই ২০২৫ জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হন। জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথ রোগীর পরিবারকে জানান যে, রোগীর জীবন বাঁচাতে ডিজিটাল সাবট্রাকশন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি (ডিএসএ) এবং কয়েলিং অত্যাবশ্যক। কিন্তু রোগীর পরিবার জিবিপি হাসপাতালের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা রাখতে পারেননি এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য ভেলোরের সিএমসি হাসপাতালে যান। সেখানেও ভেলোরের চিকিৎসকরা জিবিপি হাসপাতালের মতোই ডিজিটাল সাবট্রাকশন অ্যাজিওগ্রাফি (ডিএসএ) এর একই চিকিৎসার পরামর্শ দেন। এরপর ভেলোর থেকে ফিরে এসে রোগীর পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহারদ্বারস্থ হন এবং একটি উন্নত স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে রেফার করার জন্য অনুরোধ করেন। এই সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা রোগীর পরিবারকে আশ্বস্ত করেন যে, জিবিপি হাসপাতালেই এই ধরনের চিকিৎসা হয় এবং তাদের রাজ্যের বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। রোগীর তৃতীয়বার রক্তক্ষরণ শুরু হলে, দ্রুত ডিজিটাল সাবট্রাকশন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি (ডিএসএ) এবং কয়েলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ২০ জুলাই ২০২৫ রোগীনি জিবিপি হাসপাতালে পুনরায় ভর্তি হন। এই কঠিন মুহূর্তে ডাঃ আবির লাল নাথ ঐ তরুণীর পরিবারকে আশ্বস্ত করেন যেআয়ুষ্মান ভারত কার্ডেরমাধ্যমে সম্পূর্ণ চিকিৎসা বিনামূল্যে করা হবে। এটি বহিরাজ্যে বেসরকারি হাসপাতালে করতে প্রায় দশলক্ষ টাকা খরচ হয়। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতাল নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর ডাঃ আবির লাল নাথ এর নেতৃত্বে ডাঃ সুরজিৎ পাল, ডাঃ মনিময় দেববর্মাও সিস্টার ইনচার্জ ছিলেন সেবিকা দত্ত এবং অন্যান্য স্টাফ নার্স ছিলেন প্রাণকৃষ্ণ দেব, তিতিক্ষা মজুমদার, সঞ্জয় ঘোষ, মানস দত্ত, দেবব্রত দেবনাথ সহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ২৩ জুলাই ২০২৫ অ্যানিউরিজমের কয়েলিং সম্পন্ন করেন। ব্রেনের ভিতরে বিশাল অ্যানিউরিজম দেখে সকলেই বিচলিত হলেও, তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই জটিল প্রক্রিয়াটি সফল হয়। চিকিৎসা শেষে ২৮ বছর বয়সী তরুণী স্থিতিশীল হলে, ডাঃ নাথ রোগীর পরিবার এবং হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীরা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। এই তরুণীর মা ও দুই বোন ডাঃ নাথ এর প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। জিবিপি হাসপাতালের মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ শঙ্কর চক্রবর্তী এবং স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রফেসর (ডাঃ) তপন মজুমদার ও স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিতোকে এই সাফল্যের খবর জানানো হয়। এটি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো এবং চিকিৎসকদের দক্ষতার উপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি প্রমাণ করে যে, সঠিক নির্দেশনা এবং বিশ্বাস থাকলে রাজ্যের মধ্যেই সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব। জিবিপি হাসপাতাল এই সাফল্যের মাধ্যমে আবারও নিজেদের সক্ষমতা এবং রাজ্যের মানুষের প্রতি তাদের প্রতিশ্রুতির কথা তুলে ধরল।এই ঘটনা কেবল একটি সফল চিকিৎসার গল্প নয়, এটিআস্থা, ধৈর্য এবং নিরন্তর লড়াইয়ের এক মর্মস্পর্শী কাহিনী। জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি বিভাগ ত্রিপুরার মানুষের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে তাদের উপর বিশ্বাস রাখার জন্য। নিউরোইন্টারভেনশনকে ত্রিপুরায় আরও উন্নত করার জন্য এখনও অনেক পথ বাকি, কিন্তু এই তরুণীর জীবন বাঁচাতে পেরে এই লড়াই সার্থক হয়েছে। ২৮ বছর বয়সী মনিকা এখন একটি নতুন জীবন নিয়ে বেঁচে থাকবে-আশা, বিশ্বাস এবং ভালোবাসায় ভরা এক নতুন জীবন।

# সারা দেশের সাথে রাজ্যের বিএসএনএল এর অবসরপ্রাপ্তরা মানব বন্ধন কর্মসুচি পালন করল

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই:** বিএসএনএল এর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা মানব বন্ধন কর্মসুচি পালন করে আজ। তিন দফা দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে রাজবাড়ী উত্তর গেট সংলগ্ন আকাশবাণীর সামনে এক ঘন্টাব্যাপী মানব শৃংখল কর্মসূচি পালন করে টিইউপিএ, এআইবিডিপিএ, সিজিপিএ।

টিইউপিএ, এআইবিডিপিএ, সিজিপিএ শুক্রবার সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে তিন দফা দাবিতে রাজবাড়ী উত্তর গেট সংলগ্ন আকাশবাণীর সামনে এক ঘন্টাব্যাপী মানব বন্ধন কর্মসূচি পালন করে। তাদের দাবিগুলি হল পেনশন নিয়মের বৈধতা প্রত্যাহার করা এবং পেনশনে সমতা প্রদান করতে হবে। ৮ম সিপিসি গঠন করতে হবে এবং রেফারেন্সের শর্তাবলী প্রকাশ করতে হবে। ৮ম সিপিসির টিওআর-এ বিএসএনএল এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির পেনশনভোগীদের পেনশন সংশোধন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

# কৃষির প্রতি উৎসাহ বাড়ানোর লক্ষ্যে আইসিএম পদ্ধতিতে ধানের চারা রোপন কর্মসূচী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই:** দশ হেক্টর জমির মালিকদের কৃষির প্রতি উৎসাহ বাড়ানোর জন্য আইসিএম পদ্ধতিতে ধানের চারা রোপন করা হয়েছে। আজ দিঘালিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় দশ হেক্টর জমির মালিকদের কৃষির প্রতি উৎসাহ বাড়ানোর জন্য আইসিএম পদ্ধতিতে ধানের চারা রোপনের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। এতে করে কৃষকদের আগামী দিন হাইব্রিড ধান চাষ করে দ্বিগুণ মুনাফার মুখ দেখতে পারবে বলে জানিয়েছেন বামুটিয়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান জুটন দাস। সঙ্গে ডাইরেক্টর এগ্রিকালচার ফনি ভূষণ জমাতিয়া বলেন বর্তমানে ধান চাষ করতে গেলে কৃষকদের আর এখন কোন খরচা লাগেনা সার বীজ ঔষধ এবং কৃষকদের ম্যানপাওয়ার এর খরচা কৃষি দপ্তর বহন করে।

# ২৬ জুলাই থেকে শুরু হচ্ছে সচিন দেব স্মৃতি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জলাই: সচিন দেব স্মৃতি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট কাল থেকে খোয়াইয়ে শুরু হচ্ছে। খোয়াই ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামীকাল থেকে খোয়াই সিন্থেটিক ফুটবল মাঠে শুরু হতে চলেছে সচিন দেব স্মৃতি নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। রাজ্যের ক্রীড়া মন্ত্রী টিংকু রায়ের হাত ধরে এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বলে জানিয়েছেন এসোসিয়েশনের অন্যতম নেতৃত্ব সমীর কুমার দাস। এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, টুর্নামেন্টটি সফলভাবে আয়োজনের জন্য যাবতীয় প্রস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। খোয়াইবাসীর খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ এবং অংশগ্রহণকে আরও উৎসাহিত করতেই এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজিত হচ্ছে। এই টুর্নামেন্টে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলগুলি অংশগ্রহণ করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। উদ্বোধনী দিনে ক্রীড়ামন্ত্রী ছাড়াও অন্যান্য ক্রীড়া সংগঠনের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকবেন।খোয়াই শহরের ক্রীড়াপ্রেমীদের মধ্যে এই টুর্নামেন্ট ঘিরে যথেষ্ট উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

# চতুর্দশ দেবতা মন্দিরকে আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৩.৬৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে: বিধায়ক রতন চক্রবর্তী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই:** মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা আজ কমলাসাগর কসবা কালীবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে ভার্চুয়ালি চতুর্দশ দেবতা মন্দির এলাকার পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এ উপলক্ষ্যে খয়েরপুরের চতুর্দশ দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকার ফলে উন্নয়নের কর্মধারা এগিয়ে চলছে। রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে রাজ্যে পর্যটন ক্ষেত্রের উন্নয়ন দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। তিনি বলেন, চতুর্দশ দেবতা মন্দিরকে আধুনিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৩.৬৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। তাতে মন্দির প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য্যায়নের পাশাপাশি পর্যটকদের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা গড়ে তোলা হবে। অনুষ্ঠানে এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণা রাণী দাস, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর প্রমুখ।

# অল ত্রিপুরা কমিউনিটি হেলথ অফিসার্স অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই:** শুক্রবার নজরুল কলাক্ষেত্রে অল ত্রিপুরা কমিউনিটি হেলথ অফিসার্স অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এদিনের এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়, মন্ত্রী টিংকু রায়, মন্ত্রী সুধাংশু দাস, মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা। এদিন মন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায় বলেন, রাজ্যের বর্তমানে রক্তদান উৎসব আকারে চলছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন, এনজিও, সরকারি কর্মচারীদের সংগঠন রক্তদান শিবিরে এগিয়ে আসছে। কারণ রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা রক্তদানে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়েছেন। সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মাথায় রেখে রক্তদানে সকলকে এগিয়ে আসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন মন্ত্রী। এছাড়াও এ ধরনের একটি মহতী উদ্যোগের জন্য উদ্যোক্তাদের কেউ ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি।

# ক্রীড়াঙ্গন

## জয় দিয়ে অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ সূচনা ইউ: ফ্রেন্ডস কে হারিয়ে শতদল সংঘ জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শতদলও লীগ সূচনা করেছে জয়ের মধ্য দিয়ে। প্রথম দিনে জয়ের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল বৃষ্টির জন্য। বৃহস্পতিবারে প্রথমবারের মতো আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ আন্তঃ ক্লাব বয়স ভিত্তিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের খেলা বিশেষ করে শতদল সংঘ ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস এর ম্যাচটি বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। ফলস্বরূপ রিজার্ভ ডে হিসেবে আজ, শুক্রবার হয়েছে ম্যাচটি। শতদল সংঘ দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। ১২১ রানের ব্যবধান, হারিয়েছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসকে। বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে শতদল সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

নির্ধারিত ৫০ ওভারের খেলায় শতদল সংঘ ৪৫.১ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৯৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অভ্রজিত দাস সর্বাধিক ৯৪ রান পায়। অভ্র ১১৪ টি বল খেলে ১১ টি বাউন্ডারি ও তিনটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৯৪ রান পায়। এছাড়া, যথার্থ সিংহ পেয়েছে ১৫ রান। ইউনাইটেড ফ্রেন্ডসের অভিনব তাঁতি ২৬ রানের বিনিময়ে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতায় ভোগে। অর্পণ ভট্টাচার্য ছাড়া আর কারোর ব্যাটে তেমন রান আসেনি। অর্পণ ৪২ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি সহযোগে ৩৩ রান সংগ্রহ করে। ২৮.৩ ওভার খেলে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৭৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। শতদল সংঘের দ্বিগবিজয় দেববর্মা ৭ রান এবং দেবজ্যোতি পাল ১০ রানের বিনিময়ে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে শতদলের অভ্রজিৎ দাস পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

## ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান লিজেন্ডদের ডার্বি ম্যাচ আগরতলায় ১৭ আগস্ট, বড় পর্দায় আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরায় ডার্বি ম্যাচের আয়োজন হচ্ছে। খেলা আগামী ১৭ আগস্ট। ইস্টবেঙ্গল খেলবে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে। খেলা হবে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে। যদিও লিজেন্ডদের খেলা। চ্যারিটি ম্যাচ। আয়োজক ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন। ইতোমধ্যে এই চ্যারিটি ডার্বি ম্যাচ ঘিরে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। আগরতলা প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স হল-এ টিএফএ আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের পেট্রন ক্রীড়া সংগঠক রতন সাহা, সভাপতি প্রণব সরকার, সহ-সভাপতি রুপক সাহা, সচিব অমিত চৌধুরী, জয়েন্ট সেক্রেটারি তপন সাহা, কৃষ্ণ পদ সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান দলের দুই অধিনায়ক অ্যালভিটো ডি চুনহা, সঈদ রহিম নবী উপস্থিত ছিলেন। ম্যাচ সম্পর্কে বলতে গিয়ে টিএফএ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ওই ম্যাচে সাধারণ টিকিট ধার্য্য হবে ৫০ টাকা। তবে বেশ কিছু ৫০০ টাকা মূল্যের গেস্ট কার্ড করা হবে বলে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ইস্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগানের দুই প্রাক্তন অধিনায়ক ত্রিপুরায় ফুটবলের মান উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য আগামীকাল কলকাতায় আয়োজিত ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের ডার্বি ম্যাচ আগরতলায় বসে দেখার ব্যবস্থাপনা করেছে রূপসী সিনেমা হল। হল-এ নির্দিষ্ট মূল্যের প্রবেশপত্র নিয়ে বিকেল পাঁচটায় এই ম্যাচ দেখা যাবে রূপসী প্রেক্ষাগৃহে। প্রসঙ্গত এই ম্যাচের জন্য এদিকে শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্টের আগামীকালের খেলা এক ঘন্টা পিছিয়ে সন্ধ্যা সাতটায় শুরু হবে।

## ভারতের নতুন ফুটবল কোচের দৌড়ে খালিদ, ১৭০ জনের মধ্যে বাছাই তিনে সুনীলদের প্রাক্তন কোচও

শীঘ্রই ভারতের নতুন ফুটবল কোচ বেছে নেবে সর্বভারতীয় ফুটবল সংস্থা (এআইএফএফ)। মানোলো মার্কেজ পদত্যাগ করার পর নতুন দায়িত্ব পেতে আগ্রহ দেখিয়েছেন ১৭০ জন। তাদের মধ্যে থেকে আপাতত তিন জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই তিন জনের মধ্যে থেকেই সুনীল ছেত্রীদের পরবর্তী কোচের নাম ঘোষণা করা হবে।

যে তিন জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে তাঁদের মধ্যে এক জনই ভারতীয়। খালিদ জামিল। ভারতীয় দলের কোচিং না করালেও ভারতীয় ফুটবলে খালিদ পোড়খাওয়া কোচ। আইলিগ ও আইএসএলে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। পাশাপাশি রয়েছেন ভারতের প্রাক্তন কোচ স্টিফেন কনস্টানটাইন। দীর্ঘ দিন ভারতীয় দলের কোচিং করিয়েছেন তিনি। তাঁর আমলেই ভারত ফিফা ক্রমতালিকায় সবচেয়ে উপরে (৯৮) উঠেছিল। ভারতের পর পাকিস্তানের ফুটবল দলেরও কোচিং করিয়েছেন কনস্টানটাইন।

স্লোভাকিয়া ও কিরগিজস্তানের প্রাক্তন প্রধান কোচ স্টিফান তারকোভিচকেও রাখা হয়েছে তিন জনের তালিকায়। এর আগে ভারতীয় ফুটবলে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা তাঁর নেই। কিন্তু বিশ্বফুটবলে তিনি পরিচিত কোচ। বড় দলকে কোচিং করিয়েছেন। ফলে তাঁকেও বেছে নিতে পারে ফেডারেশন।

সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন একটা বিবৃতিতে জানিয়েছে, "এআইএফএফ-এর টেকনিক্যাল কমিটি ভার্চুয়াল বৈঠকে ভারতের ফুটবল দলের জন্য তিন কোচকে বেছে নিয়েছে। এই মাসের শুরুতে যে ১৭০ জন আবেদন করেছিলেন, তাঁদের খতিয়ে দেখে তিন জনকে বাছা হয়েছে। তাঁরা হলেন খালিদ জামিল, স্টিফেন কনস্টানটাইন ও স্টিফান তারকোভিচ। এই তিন জনের নাম এগজিকিউটিভ কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে। তারা ঠিক করবে ভারতের ফুটবল দলের পরবর্তী কোচ কে হবেন।"

২০১৭ সালে আইজল এফসি-কে দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে আইলিগে তুলেছিলেন খালিদ। আইএসএলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড ও জামশেদপুর এফসি-কে কোচিং করানোর দক্ষতা রয়েছে তাঁর। দুটো দলকেই আইএসএলের সেমিফাইনালে তুলেছেন তিনি। জামশেদপুরকে গত মরসুমে সুপার কাপের ফাইনালেও তুলেছিলেন খালিদ।অন্য দিকে কনস্টানটাইন দু'বার ভারতের কোচিং করিয়েছেন। প্রথম বার ২০০২ থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় বার ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সুনীলদের কোচ ছিলেন তিনি। তাঁর সময়ে ১৭৩ থেকে ৯৮-এ উঠেছিল ভারত। ২০১৯ সালের এএফসি এশিয়ান কাপে খেলার যোগ্যতাঅর্জন করেছিল ভারত। তারকোভিচ আবার কিরগিজস্তানকে ২০২৭ সালের এশিয়ান কাপে তুলেছেন। এখন দেখার এই তিন জনের মধ্যে কাকে বেছে নেয় কল্যাণ চৌবের নেতৃত্বাধীন কমিটি।

## ৬৪ বলে শতরান! ছোটদের টেস্টে দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড বৈভবের অধিনায়ক আয়ুষের

বৈভব সূর্যবংশীর প্রথম বলে শূন্য রানে আউট হওয়ার দিনে বিশ্বরেকর্ড গড়েছেন আয়ুষ মাত্রে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৬৪ বলে শতরান করেছেন তিনি। যুব টেস্টে এটা বিশ্বরেকর্ড। ভারত অধিনায়কের ব্যাটে ভর করে একটা সময় রান তাড়া করছিল দল। যদিও শেষ পর্যন্ত ড্র হয়েছে খেলা।

যুব টেস্টে দ্রুততম শতরান করেছেন আয়ুষ। এর আগে এই রেকর্ড ছিল ইংল্যান্ডের জর্জ বেলের। ২০২২ সালে শ্রীলঙ্কার অনূর্ধ-১৯ দলের বিরুদ্ধে ৮৮ বলে শতরান করেছিলেন তিনি। সেই রেকর্ড ভেঙে দিলেন আয়ুষ।

ইংল্যান্ডের যুব দলের বিরুদ্ধে শেষ দিন ৩৫৫ রানের লক্ষ্য ছিল ভারতের সামনে। বৈভব প্রথম বলেই ফিরে যান। কিন্তু আয়ুষ নিজের খেলা চালিয়ে যান। কোনও বোলারকে রেয়াত করেননি তিনি। মাত্র ২৫ বলে অর্ধশতরান করেন আয়ুষ। তাঁর দাপটে ১০ ওভারে ৭৮ রান করে ভারত। ১৪ ওভারের মধ্যে শতরান পূর্ণ হয়ে যায় দলের।

অভিজ্ঞান কুন্ডুর সঙ্গে জুটি বাঁধেন আয়ুষ। তাঁকে থামাতে পারছিলেন না ইংরেজ বোলারেরা। ৯০ পার হওয়ার পরেও তাঁর বড় শট খেলার প্রবণতা থামেনি। শেষ পর্যন্ত ৬৪ বলে শতরান করেন আয়ুষ। ৮০ বলে ১২৬ রান করে আউট হন তিনি। ১৩ চার ও ছ'টা ছক্কা মারেন ভারত অধিনায়ক। তিনি যখন আউট হন তখন ২৬.৪ ওভারে ভারতের রান ২১৭। তার পরে আর বেশি ক্ষণ খেলা হয়নি। ৪৩ ওভারে ভারতের রান যখন ৬ উইকেটে ২৯০ তখন খেলা ড্র হয়ে যায়।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে শতরান করেছিলেন আয়ুষ। দ্বিতীয় ইনিংসে করেছিলেন ৩২ রান। দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ৯০ বলে ৮০ রানের ইনিংস খেলেছিলেন ভারত অধিনায়ক। দ্বিতীয় ইনিংসে করলেন ১২৬ রান। মুম্বইয়ের এই ক্রিকেটার আইপিএলেও নজর কেড়েছেন। মেগা নিলামে দল না পেলেও প্রতিযোগিতার মাঝপথে রুতুরাজ গায়কোয়াড় চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ায় তাঁর বদলে চেন্নাই সুপার কিংস আয়ুষকে দলে নেয়। যে কয়েকটা ম্যাচ তিনি খেলেছেন তাতে নজর কেড়েছেন এই ব্যাটার। এ বার ভারতের ছোটদের দলেও নজর কাড়ছেন তিনি।

## ডব্লিউডব্লিউই তারকা হাল্ক হোগান প্রয়াত, ৭১ বছর বয়সে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু

প্রয়াত হলেন ডব্লিউডব্লিউই তারকা হাল্ক হোগান। ৭১ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন তিনি। ফ্লরিডার বাড়িতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়েছে হোগান। তাঁর পরিবারের লোকেরা ৯১১ নম্বরে ফোন করে সাহায্য চান। জরুরি পরিষেবাও তাঁর প্রাণ বাঁচাতে পারেনি।

গত মাস থেকে অসুস্থ ছিলেন হোগান। বেশ কয়েক বার তাঁর অস্ত্রোপচার হয়েছিল। শোনা গিয়েছিল, অস্ত্রোপচারের পর থেকে কোমায় রয়েছেন তিনি। কিন্তু তাঁর স্ত্রী সেই খবর গুজব বলে উড়িয়ে দেন। তার পরেই তাঁর মৃত্যুর খবর পাওয়া গেল।

ডব্লিউডব্লিউই-কে জনপ্রিয় করার নেপথ্যে বড় ভূমিকা ছিল হোগানের। ১৯৮০ ও ১৯৯০-এর দশকে পেশাদার কুস্তিতে সবচেয়ে বড় তারকা ছিলেন তিনি। হোগানের অবতার বাকিদের থেকে আলাদা ছিল। তাঁর চওড়া গোঁফ ও পেশিবহুল শরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করত। প্রথম ন'বারের রেসলমেনিয়াতে আট বারই তিন ছিলেন প্রধান আকর্ষণ। ছ'বারের ডব্লিউডব্লিউই চ্যাম্পিয়ন হোগান তাঁর বাচনভঙ্গির জন্যও জনপ্রিয় ছিলেন।

পেশাদার কুস্তির পাশাপাশি হলিউডের ছবিতে অভিনয়ও করেছেন তিনি। তখন তিনি নিজের নামের সঙ্গে 'হলিউড' কথাটা জুড়ে দেন। অর্থাৎ, তাঁকে ডাকা হত হলিউড হাল্ক হোগান। তার মাঝেই ১৯৯৬ সালে ডব্লিউডব্লিউই ছেড়ে নিউ ওয়ার্ল অর্ডার নামের নতুন পেশাদার কুস্তি শুরু করেন তিনি। ফলে ডব্লিউডব্লিউই-এর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যান হোগান। তার পরেও ২০০৫ সালে তাঁকে ডব্লিউডব্লিউই 'হল অফ ফেম' দেওয়া হয়।

২০১৫ সালে তাঁর একটা ঘনিষ্ঠ ভিডিয়ো প্রকাশ পাওয়ায় তাঁর হল অফ ফেম কেড়ে নেওয়া হয়। যে সংস্থা তাঁর ভিডিয়ো প্রকাশ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে মামলা করেন হোগান। তিনি মামলা জেতেন। ক্ষতিপূরণ দিতে গিয়ে সেই সংস্থা দেউলিয়া হয়ে যায়। পরে ২০২০ সালে আবার হোগানকে হল অফ ফেম দেয় ডব্লিউডব্লিউই। সারা জীবন বিতর্ক সঙ্গী থেকেছে হোগানের। আমেরিকার নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থক ছিলেন হোগান। ট্রাম্পের সমর্থনে বেশ কয়েকটা সভাও করেছিলেন তিনি।

## জাতীয় গেমস-এর আসর বসছে ত্রিপুরায় শিলংয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জাতীয় গেমস এর আসর বসতে যাচ্ছে ত্রিপুরায়। তিনটি ইভেন্টের আবেদন রয়েছে ত্রিপুরার পক্ষ থেকে। আশা করা হচ্ছে অন্তত পক্ষে এক বা একাধিক জাতীয় গেমসের আসর আসন্ন সময়ে বসতে যাচ্ছে ত্রিপুরায়। আজ শুক্রবার এ বিষয়ে প্রস্তুতি কমিটির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল সুজিত রায় ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ চক্রবর্তী এবং উপ অধিকর্তা বিপ্লব দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে জাতীয় গেমস এর আসর আয়োজনের পাশাপাশি উত্তর পূর্ব্যে সাতটি রাজ্যের সম্মিলিত নর্থইস্ট গেমসের আয়োজন ও ত্রিপুরায় করার বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এবার এই গেমস ত্রিপুরায় হওয়ার পালা। গত বছর অর্থাৎ ২০২৪ এ নাগাল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এই নর্থইস্ট গেমসের অন্তিম দিনে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ত্রিপুরার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে জাতীয় গেমস এবং নর্থইস্ট গেমসের পুরো বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করতে আগামী ১৫ই আগস্ট এর পর নির্দিষ্ট পর্য্যবেক্ষকদল আসবেন। পরে ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সঙ্গে বৈঠকে ক্রীড়া দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে কতটুকু কি করা যায় সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আশা করা হচ্ছে অচিরেই রাজ্যে জাতীয় গেমস অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল সুজিত রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

## ঈশান নন, পন্থের পরিবর্ত হিসাবে ইংল্যান্ডে যেতে পারেন কেকেআরের প্রাক্তন ক্রিকেটার

শোনা গিয়েছিল আহত ঋষভ পন্থের পরিবর্তে ঈশান কিশনকে পাঠানো হবে ইংল্যান্ডে। কিন্তু তাঁরও চোট রয়েছে। তাই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টের দলে ঢুকতে পারেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন ক্রিকেটার নারায়ণ জগদীশন। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে। পন্থের চোট যথেষ্ট গুরুতর। বৃহস্পতিবার ব্যাট করলেও উইকেট রক্ষা করার সম্ভাবনা নেই তাঁর। ম্যাঞ্চেস্টারে উইকেট রক্ষা করছেন ধ্রুব জুরেল। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টে পন্থের খেলার কোনও সম্ভাবনা নেই। তাই পরিবর্ত ক্রিকেটার পাঠাতে হচ্ছে বিসিসিআইকে। প্রথম ঈশানের কথা ভাবা হলেও, তিনি কিছু দিন আগে চোট পেয়েছেন। ফিট হতে কিছু দিন সময় লাগবে তাঁর। এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসাবে জগদীশনকে ইংল্যান্ডে পাঠানোর কথা ভাবা হচ্ছে। কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক শুভমন গিলের সঙ্গে আলোচনা করে প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তামিলনাড়ুর উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের উপরই আস্থা রাখছেন তাঁরা।একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বিসিসিআইয়ের এক কর্তা বলেছেন, "পন্থের মেটাটারসাল (গোড়ালি থেকে পায়ের আঙুলের মাঝখানে অবস্থিত লম্বা পাঁচটি হাড়) ভেঙে গিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ওর পায়ের পরিস্থিতি ভাল নয়।" বোর্ড সূত্রে খবর, ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের মধ্যেই ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন জগদীশন। যদিও বিসিসিআই সরকারি ভাবে এখনও এ ব্যাপারে কিছু জানায়নি।

## ক্যারাটে খেলোয়ারদের স্কলারশিপ প্রদান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শুক্রবার ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে এসোসিয়েশনের পক্ষ পাঁচজন ক্যারাটে খেলোয়াড় দের স্কলারশিপ দেয়া হলো। গত ২০ জুলাই গোটা রাজ্য থেকে একুশ জন প্লেয়ার কে বাছাই করা হয়েছিল এর মধ্যে ১৩ জন পরীক্ষা দেয় তার মধ্যে ৫ জন প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অর্জন করে। এই পাঁচজন ক্যারাটে খেলোয়ারদের প্রান্তিক ক্লাবে এদিন ৫ লক্ষ টাকা করে দেয়া হলো বিমা বাবদ ত্রিপুরা স্পোর্টস ক্যারাটে এসোসিয়েশনের তরফে। একই সঙ্গে আগামী নভেম্বর মাসে গুহাটিতে হবে জাতীয় আসর। এই আসরে স্কলারশিপ পাওয়া এই পাঁচজন ক্যারাটে খেলোয়াড়দের যাতায়াত সহ থাকা খাওয়ার সব ব্যবস্থা করবে প্রান্তিক ক্লাব বলে জানালেন কোচ কৃষ্ণ সূত্রধর।

## জিবি থেকে বাড়ি ফিরলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজেশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জিবি থেকে বাড়িতে ফিরলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার রাজেশ বণিক। বৃহস্পতিবার আচমকা অসুস্থ হয়ে জিবির ট্রমা সেন্টারে ভর্তি হয়েছিলেন রাজেশ বণিক। আচমকা তার নাক,মুখ দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভর্তি করানো হয় জিবি হাসপাতালে। শুক্রবার তার শরীরের অবস্থা স্থিতিশীল হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে বাড়িতে যাবার অনুমতি দিলেন। আপাতত টি সি এর এই নির্বাচক বাড়িতে রয়েছেন সম্পূর্ণ বিশ্রামে।

## টপকালেন রোহিত-ধোনিকে, ছুঁলেন শেহওয়াগকে, ভাঙা পায়ে খেলেও ম্যাঞ্চেস্টারে ইতিহাস পন্থের

ক্রিকেটার নন, যোদ্ধা। ম্যাঞ্চেস্টারের অসমসাহসী ইনিংস দেখে এভাবেই ঋষভ পন্থকে কুর্নিশ জানাচ্ছে ক্রিকেটমহল। লড়াকু ইনিংস খেলে ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয় জিতে নেওয়ার পাশাপাশি নতুন নজির গড়েছেন তিনি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সবচেয়ে বেশি রান করা ভারতীয়র তালিকায় সকলের উপরে উঠে এলেন পন্থ। অ্যাওয়ে সিরিজে সবচেয়ে বেশি হাফসেঞ্চুরি করা উইকেটকিপার হিসাবেও সকলের উপরে রয়েছেন তিনি। চলতি অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকর ট্রফিতে দুরন্ত ফর্মে ছিলেন পন্থ। ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টের আগে দু'টি নজির ভাঙার হাতছানি ছিল ভারতীয় দলের সহ অধিনায়কের সামনে। ভারতের হয়ে টেস্টে সবচেয়ে বেশি ছক্কা হাঁকানোর রেকর্ড রয়েছে বীরেন্দ্র শেহওয়াগের। ১০৩টি টেস্টে মোট ৯০টি ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি। সেই রেকর্ড ভেঙে দেওয়ার সুযোগ ছিল পন্থের সামনে। ম্যাঞ্চেস্টারের আগে ৪৬টি টেস্ট খেলে এখনও পর্যন্ত তিনি মেরেছেন ৮৮টি ছক্কা। ভেঙে যাওয়া পা নিয়ে খেলতে নেমেও জোফ্রা আর্চারের বলে ছক্কা মারেন পন্থ। বর্তমানে শেহওয়াগের সমসংখ্যক ছক্কা হাঁকানোর নজির রয়েছে পন্থের ঝুলিতে। তবে সদ্য টেস্ট থেকে অবসর নেওয়া রোহিত শর্মার অনবদ্য নজির ম্যাঞ্চেস্টারে ভেঙে দিলেন পন্থ। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ভারতীয় ছিলেন রোহিত। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ৪০টি ম্যাচ খেলে ২৭১৬ রান করেছিলেন তিনি। ম্যাঞ্চেস্টারে নামার আগে এই নজির থেকে ৩৯ রান দূরে ছিলেন পন্থ। বৃহস্পতিবার ভাঙা পা নিয়ে খেলতে নেমে রোহিতের নজির ভেঙে দেন তিনি। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে এখন ৩৮ টেস্টে ২৭৩১ রানের মালিক পন্থ।

এছাড়াও বিদেশের মাটিতে সবচেয়ে বেশি হাফসেঞ্চুরি করা উইকেটকিপারের তাজও এখন পন্থের মাথায়। এতদিন এই নজির ছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির দখলে। অ্যাওয়ে সিরিজে ৮টি অর্ধশতরান এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকে। তবে বৃহস্পতিবারের ম্যাঞ্চেস্টারে সেই নজির ভাঙলেন পন্থ। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে অ্যাওয়ে সিরিজের ৯টি হাফসেঞ্চুরি। এক সিরিজে সবচেয়ে বেশিবার হাফসেঞ্চুরি করা ভারতীয়র রেকর্ড ঋষভের দখলে। চলতি সিরিজে ৫টি হাফসেঞ্চুরি করেছেন তিনি।

## চিনের তিংজিকে হারিয়ে মহিলাদের বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে হাম্পিও, খেতাবের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ দিব্যা

দিব্যা দেশমুখের পর মহিলাদের বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে উঠলেন কোনেরু হাম্পিও। সেমিফাইনালে টাইব্রেকারে পিছিয়ে পড়েও হাম্পি হারিয়েছেন শীর্ষ বাছাই চিনের লি তিংজিকে। ফাইনালে মুখোমুখি হবেন দুই ভারতীয় দাবাড়ু। ভারতীয় দাবায় আরও এক নতুন ইতিহাস তৈরি হল। ফলে মহিলাদের দাবার বিশ্ব খেতাব ভারতে আসা নিশ্চিত।

কিছু দিন আগেই পুরুষদের দাবায় বিশ্বজয় করেছেন ডি গুকেশ। এ বার মহিলাদের বিশ্বকাপও ভারতে আসা নিশ্চিত। দিব্যা এবং হাম্পির মধ্যে এক জনের খেতাব জয় এখন সময়ের অপেক্ষা। এই প্রথম মহিলাদের বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে মুখোমুখি হচ্ছেন দুই ভারতীয়। উল্লেখ্য, প্রথম ভারতীয় হিসাবে ফাইনালে উঠে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন দিব্যা। দ্বিতীয় ভারতীয় হিসাবে ফাইনালে ওঠার নজির গড়লেন হাম্পি।

হাম্পি এবং তিংজির দু'টি ক্যাসিক্যাল গেম ড্র হওয়ায় টাইব্রেকারে গড়ায় সেমিফাইনাল। বৃহস্পতিবার টাইব্রেকারের প্রথম দু'টি র‍্যাপিড গেমও ড্র হয়। এর পর তৃতীয় র‍্যাপিড গেম জিতে এগিয়ে যান তিংজি। তবে চাপের মুখেও হাল ছাড়েননি ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার। চতুর্থ র‍্যাপিড গেম জিতে সমতা ফেরান হাম্পি। টাইব্রেকারের শেষ দু'টি ব্লিৎজ গেমে বাজিমাত করেন হাম্পি। দু'টি গেমই তিনি জিতে নেন। শেষ পর্যন্ত তিংজিকে ৫-৩ ব্যবধানে হারিয়ে মহিলাদের বিশ্বকাপ দাবার ফাইনালে উঠলেন হাম্পি। ফাইনালে ওঠায় দিব্যার মতো ঐতিহ্যশালী ক্যান্ডিডেট প্রতিযোগিতায় খেলার ছাড়পত্র পেয়েছেন তিনিও।

প্রথম ভারতীয় হিসাবে মহিলাদের বিশ্বকাপ দাবার সেমিফাইনালে উঠেছিলেন হাম্পি।

এ বার উঠলেন ফাইনালেও। প্রতিযোগিতায় দুই ভারতীয়ই ভাল ফর্মে রয়েছেন। দু'জনেই সেমিফাইনালে হারিয়েছেন চিনের দুই কঠিন প্রতিপক্ষকে। স্বাভাবিক ভাবেই ফাইনালের দিব্যা এবং হাম্পির হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আশায় ক্রীড়াপ্রেমীরা।

## লর্ডসের পর ম্যাঞ্চেস্টারেও লেগে গেল দু'দলের, ডাকেটের সঙ্গে আঙুল উঁচিয়ে ঝগড়া সিরাজের

লর্ডসের পর ম্যাঞ্চেস্টার। আবার উত্তপ্ত হল ভারত-ইংল্যান্ডের ২২ গজের লড়াই। চতুর্থ টেস্টের দ্বিতীয় দিন সরাসরি বাগ্‌যুদ্ধে জড়ালেন মহম্মদ সিরাজ এবং বেন ডাকেট। তাঁদের ঝগড়ার ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

বৃহস্পতিবার মেঘলা আবহাওয়ার সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি ভারতীয় বোলারেরা। চলতি টেস্ট সিরিজে এখনও পর্যন্ত ভারতের হয়ে সবচেয়ে বেশি উইকেট নিয়েছেন সিরাজ। বৃহস্পতিবার তাঁকে সাধারণ মনে হয়েছে ইংল্যান্ডের দুই ওপেনারের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সামনে। ডাকেট এবং জ্যাক ক্রলির 'বাজবল' ক্রিকেটের সামনে কোনও পরিকল্পনাই কাজে লাগেনি সিরাজদের। সম্ভবত তাতেই মেজাজ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি সিরাজ। ডাকেটের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। উত্তেজিত সিরাজকে আঙুল উঁচিয়ে কিছু বলতে দেখা যায় ডাকেটের উদ্দেশে। প্রথমে পাল্টা জবাব দেন ইংল্যান্ডের ওপেনারও। তার পরও সিরাজ নানা কথা বলেই যাচ্ছিলেন। তা নিয়ে ডাকেট কথা বলেন মাঠের অন্যতম আম্পায়ার রড টাকারের সঙ্গে। শেষ পর্যন্ত তাঁর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সিরাজ ১০ ওভার বল করে ৫৮ রান দিয়েছেন। কোনও উইকেট পাননি। অন্য দিকে ডাকেট খেলেছেন ১০০ বলে ৯৪ রানের ইনিংস।

লর্ডস টেস্টে ভারত এবং ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের মধ্যে বেশ কয়েক বার উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। প্রতিপক্ষ ক্রিকেটারদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেন দু'দলের খেলোয়াড়েরাই। উত্তাপের সেই আঁচ থেকে বাঁচল না ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টও।

# স্মার্ট সিটি প্রকল্পে নির্মিত ড্রেনের কাজ পরিদর্শন মেয়র

**আগরতলা, ২৫ জুলাই** : শহরকে জলমুক্ত রাখতে এবং সৌন্দর্য্যের লক্ষ্যে আগরতলা পুর নিগম কাজ করে যাচ্ছে। আজ আগরতলার কের চৌমুহনী থেকে বিদূরকর্তা চৌমুহনী পর্য্যন্ত পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই বলেন মেয়র দীপক মজুমদার। পরিদর্শনকালে তাঁর সাথে উপস্থিত ছিলেন কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব, কাউন্সিলর সহ আরো অন্যান্যরা।এদিন তিনি বলেন, রাস্তার দুই পাশে ড্রেন নির্মান করতে গিয়ে অনেকের অভিযোগ ছিল। সরকারি এবং খাস জমিতে ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিযোগ রয়েছে ক্ষতিপূরণ দেওয়া ছাড়াই ব্যাক্তিগত মালিকানাধীন জমিতেও ড্রেন নির্মানের কাজ শুরু করেছে। এই বিষয়ে আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে তাদের আশ্বাস দেন মেয়র। তিনি আরও বলেন, স্মার্ট সিটি প্রকল্পে আগরতলা শহরের বিভিন্ন এলাকায় উন্নয়নের কাজ জারি রয়েছে।

# উদ্বোধন হল প্রাণিসম্পদ বীমা প্রকল্পের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই:** আজ প্রজ্ঞা ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাণিসম্পদ বীমা প্রকল্পের উদ্বোধন হয়।এই অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। মন্ত্রী রাজ্যের প্রাণিপালকদের এই উপকারী বীমা প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, প্রাণিসম্পদ বীমা প্রকল্পে সক্রিয়ভাবে প্রাণী পালকরা অংশগ্রহণ করলে তারা উপকৃত হবেন। এর মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতির হাত থেকে তাদের প্রাণিসম্পদ রক্ষা করতে পারেন এবং তাদের জীবিকাকে সুরক্ষিত করতে পারেন। তিনি সরকারের এই ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে কৃষকদের পাশে থাকার এবং গ্রামীণ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন।

ভারত সরকার ন্যাশনাল লাইভস্টক মিশন এর আওতায় এই সরলীকৃত প্রাণিসম্পদ বীমা প্রকল্প চালু করেছে, যার মূল লক্ষ্য কৃষকদের প্রাণির মৃত্যুর কারণে আর্থিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। এই প্রকল্পে কৃষকদের জন্য প্রিমিয়ামের হার মাত্র ১৫ নির্ধারণ করা হয়েছে, বাকি ৮৫ ব্যয় কেন্দ্র ও ত্রিপুরা রাজ্য সরকার যথাক্রমে ১০:১০ অনুপাতে ভাগ করে বহন করবে। এই প্রকল্পে দেশি ও সংকর জাতের দুগ্ধদানকারী গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া এবং শূকর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ত্রিপুরা প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর রাজ্যব্যাপী এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে অ্যাগ্রিকালচার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অফ ইন্ডিয়া-এর সহযোগিতায়।

কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের জন্য ২৯১৩.৬৬ লক্ষ অনুমোদন দিয়েছে, যা রাজ্যের প্রাণিপালকদের আর্থিক নিরাপত্তা এবং টেকসই প্রাণিপালন ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন ড. নীরজ কুমার চঞ্চল, আইএফএস, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর। বক্তব্য প্রদান করেন বিশ্বজিৎ শীল, সভাধিপতি, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পরিষদ। দীপা ডি. নায়ার, আইএফএস, সচিব, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর। বক্তারা একটি প্রাঞ্জল ও তথ্যবহুল বক্তব্যের মাধ্যমে এই প্রকল্পকে কৃষকদের জন্য ঝুঁকি মোকাবিলার একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যাখ্যা করেন, যা সময়মতো আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করবে। অনুষ্ঠানের বর্ধিত পর্বে রাজ্যের ছয়জন প্রাণিপালককে বীমা নীতি সনদ প্রদান করে সংবর্ধনা জানানো হয়। রাজ্যজুড়ে প্রায় ৩০০ জন অংশগ্রহণকারী, যার মধ্যে ছিলেন দপ্তরের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও প্রাণিপালকগণ- এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির প্রতি জনগণের গভীর আগ্রহ ও সমর্থনকে তুলে ধরে।

## স্বামীর দায়ের কোপে গুরুতর আহত স্ত্রী

আগরতলা, ২৫ জুলাই: স্বামীর হাতে দায়ের কোপে গুরুতর আহত হলেন স্ত্রী। ঘটনা কমলপুর থানাধীন রামদুর্লভপাড়ায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, স্বামী রাজেশ কর্মকার এবং স্ত্রী সবিতা দেবনাথ এর মধ্যে কোন এক কারণ নিয়ে বৃহস্পতিবার রাতে বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। এর জেরেই একটা সময় রাজেশ তার স্ত্রীকে একটি ধারালো দা দিয়ে মাথায় আঘাত করে। এতে গুরুতর আহত হন স্ত্রী সবিতা দেবনাথ। তার চিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসলে খবর দেওয়া হয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে এসে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আহত ছবিতা দেবনাথকে প্রথমে কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে কুলাই জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন সবিতা দেবনাথ। ঘটনায় একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকাবাসীদের দাবি, প্রায়শই রাজেশ এবং তার স্ত্রী সবিতার মধ্যে বাকবিতণ্ডা লেগেই থাকতো। গতকালও একই ভাবে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।।

## বৃষ্টির জলে ভেসে গেল অস্থায়ী ব্রিজ, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী

আগরতলা, ২৫ জুলাই : বৃষ্টির জলে ভেসে গেল অস্থায়ী ব্রিজ। ফলে, চড়িলাম রংমালা ভিলেজের স্কুল মুড়া এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বন্যার জলে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো চড়িলাম ব্লকের রংমালা ভিলেজের স্কুল মুড়া অর্থাৎ বৃন্দাবনপাড়ার ব্রীজ। ফলে, চলাচলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে গ্রামবাসী। গতকাল ভাঙ্গা ব্রিজের উপর দিয়ে আসার সময় দুই শিশু পরে যায় জলে। পথচারী কৃষক থেকে শুরু করে সমস্যা রয়েছে গোটা এলাকার মানুষ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বাইক, বাইসাইকেল যানবাহন কোন কিছু নিয়ে যাওয়া যায় না। ও এলাকার বিধায়ক থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিদের খবর নেই বলেও অভিযোগ। ভোটের এলাকায় নেতাদের ব্যাপক ভীড় দেখা দেয়।

# অটোচালকদের ব্যবহৃত জায়গাটি খালি করে দিতে বলেছে প্রশাসন, প্রতিবাদে আন্দোলনে সামিল অটো চালকরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জুলাই:** পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় অটোচালকদের ব্যবহৃত জায়গাটি খালি করে দিতে বলেছে প্রশাসন। আর তাতেই আন্দোলনে সামিল হলো অটোচালকেরা। তাদের অভিযোগ, পুরাতন মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় নির্মীয়মান মাল্টি কমপ্লেক্সের জন্য অটোচালকদের জায়গা নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। এমনিতেই মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় তাদের জন্য বর্তমানে যে জায়গাটি দেওয়া হয়েছে সেখানে একপ্রকার কোন প্রকারে তারা দাঁড়িয়ে থেকে পরিষেবা দিচ্ছেন জনগণকে। সেখানেও জায়গা নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় প্রতিনিয়ত। বর্তমানে বলা হয়েছে এই জায়গাটি ও তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে। এখানে মাল্টি কমপ্লেক্সের গেইট করা হবে। এরই প্রতিবাদে এদিন আন্দোলনের সামিল হয় অটোচালকেরা। এই জায়গা থেকেও সরিয়ে দেওয়া হলে তারা কোথায় গিয়ে পরিষেবা প্রদান করবেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অটোচালকেরা।

অটো চালক জানান কিছুটা জায়গা ব্যবহার করে ৮ টি স্থানে অটো পরিষেবা দিচ্ছেন ওনারা। বর্তমানে তাদের সেই জায়গাও খালি করে দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। তাহলে তারা অটো নিয়ে কোথায় যাবেন। পুর নিগমের মেয়র তাদেরকে এই জায়গাটি নির্ধারণ করে দিয়েছে। রাস্তায় অটো রাখলে ট্রাফিক পুলিশ জরিমানা করে। তাহলে কিভাবে তারা পরিষেবা দেবে সেই প্রশ্ন তোলেই এদিন খুব প্রকাশ করেন অটোচালকেরা। যদিও পরবর্তী সময়ে পূর্ব থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অটোচালকদের সঙ্গে বসে একটি সুরাহা বের করার আশ্বাস দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে এই আশ্বাসে আন্দোলন প্রত্যাহার করেছেন অটোচালকেরা।

## বেহাল দশা রাস্তার, জনদুর্ভোগ চরমে

আগরতলা, ২৫ জুলাই : দীর্ঘদিন ধরে মনু আর ডি. ব্লকের অধীনে পশ্চিম মাছলি পঞ্চায়েতের রাস্তাটি বেহাল দশায় পরিণত হয়ে আছে। ফলে, যান চলাচল সহ সাধারণ নাগরিকদের চলাচলে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। অতিসত্বর রাস্তা সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ সাধারণ নাগরিক।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দীর্ঘ দিন যাবৎ মনু আর ডি. ব্লক এর অধীনে পশ্চিম মাছলি পঞ্চায়েতের রাস্তাটি বেহাল দশায় পরিণত হয়ে আছে। রাস্তাটি মরণ ফাঁদে পরিণত হয়ে আছে। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, সড়কটি গাড়ি চলাচলের একেবারেই অনুপযোগী হয়ে পড়ায় পণ্য পরিবহনে মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। এতে তাঁদের আর্থিক ক্ষতিও বেড়েই চলেছে।২০১৮ সাল থেকে পঞ্চায়েত ও ব্লককে অনেক বার জানানো হয়েছে এখন পর্য্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই এলাকার জনসাধারণের পক্ষ থেকে রাস্তাটি যেন অতি দ্রুত সংস্কার করা হয় তার আবেদন জানিয়েছেন।

# নয় মাস ধরে শ্রীনাথপুরে পানীয় জলের সংকট, প্রতিবাদে পথ অবরোধ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর,২৫ জুলাই:** নয় মাস ধরে পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন শ্রীনাথপুর গ্রামের মানুষ। অবশেষে বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধে নামলেন তারা। বিগত প্রায় নয় মাস ধরে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একাংশে বসবাসকারী সাধারণ জনগণ তীব্র পানীয় জলের সংকটে ভুগছেন। বারবার তারা দপ্তর এবং পঞ্চায়েতের সাথে যোগাযোগ করার পরও কোন সুরাহা হয়নি। এমনকি ওই এলাকার মসজিদে পর্য্যন্ত পানীয় জলের সরবরাহ না থাকার কারণে জলের ট্যাংকিতে জং ধরেছে। ওই এলাকার মানুষের এখন একমাত্র অবলম্বন পুকুর ও খাল বিলের জল। এই সমস্ত অস্বাস্থ্যকর পানীয় জল পান করে জীবন বাঁচিয়ে রেখেছেন তারা। দপ্তরের পাশাপাশি স্থানীয় এক ঠিকাদারের বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ এনেছেন এলাকাবাসী। তাই এক প্রকার বাধ্য হয়ে পানীয় জল সরবরাহের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করলেন গ্রামবাসী। এই রাস্তা অবরোধের ফলে স্বাভাবিক জীবন যাপন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সাধারণ মানুষের। আটকে পড়েছে বহু যানবাহন ও স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অসংখ্য মানুষ।

## ফলাফল প্রকাশ এবং একত্রে নিয়োগের দাবিতে ডেপুটেশন

আগরতলা, ২৫ জুলাই : অতিসত্বর ফলাফল প্রকাশের দাবিতে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন মিলিত হয়েছেন এসটিজিটি পরীক্ষার চাকুরী প্রত্যাশী যুবক যুবতীরা। পরবর্তী সময়ে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন। এদিন ফলাফল প্রকাশ এবং নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি অশ্রুসিক্ত নয়নে করজোড়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন করেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, ২০২২ সালে এসটিজিটি পরীক্ষায় হয়েছিল। কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত ফলাফল প্রকাশও করছে না এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করছে না টিআরবিটি। প্রায় ৪ বছর অতিক্রান্ত হতে চললেও এখনও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি।এ বিষয়ে দীর্ঘ কয়েক মাস যাবৎ মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্যান্য মন্ত্রীর দরজায় কড়া নাড়লেও তাদের দাবি পূরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। কিন্তু দেখা গেছে টেট পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে টিআর বিটি। তাই তাঁরা বাধ্য হয়ে আজ সকালে অতিসত্বর ফল প্রকাশের দাবি জানিয়ে শিক্ষা ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখায়। তাঁদের আরও অভিযোগ,এসটিজিটির পরীক্ষার্থীর মধ্য কিছু সংখ্যক পরীক্ষার্থীর বয়স উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। তাই তাঁদের মুখ্যমন্ত্রী নিকট আবেদন,ফলাফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক।

# এফআরএস পদ্ধতি বাতিলের দাবিতে গণঅবস্থান ইউনিয়নের

**আগরতলা, ২৫ জুলাই :** এফআরএস পদ্ধতি প্রত্যাহার সহ একাধিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা অধিকর্তার অফিসের সামনে গণঅবস্থান সংগঠিত করে ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এন্ড হেল্পার্স ইউনিয়ন। তাঁদের দাবি, অতিসত্বর পূরণ করা হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইউনিয়নের এক কর্মী বলেন, পোষণ" অ্যাপে সুবিধাভোগীদের ছবি এবং তথ্য আপলোড করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও, খাবার বিতরণের ক্ষেত্রে ফেস রেকগনিশন সিস্টেম (মুখের ছবি মিলিয়ে) চালু করা হয়েছে, যার ফলে সুবিধাভোগীর ছবি মিলিয়েই খাবার দেওয়া হবে। এদিন তিনি আরও বলেন, যাদের মোবাইল নম্বরের সাথে আধার লিঙ্ক নেই, তারা এই নতুন নিয়মের কারণে সমস্যায় পড়তে পারেন।

তাছাড়া, বিগত দিনে কোনো সুবিধাভোগী কেন্দ্রে উপস্থিত না থাকলে, তার পরিবারের কেউ এসে খাবার নিয়ে যেতে পারত, তবে নতুন নিয়মে সেটি আর সম্ভব হবে না। এরই প্রতিবাদে সরব হয়েছে ত্রিপুরা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স এন্ড হেল্পার্স ইউনিয়ন।

তাঁদের দাবিগুলো হল, অবিলম্বে এফআরএস পদ্ধতি বাতিল করা, কোন শিশু বা মাকে পুষ্টি প্রকল্পের খাবার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মীদের মোবাইল দেওয়া, আইসিডিএস এর বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে, প্রতি মাসে মোবাইলের খরচ দেওয়া হোক।

পাশাপাশি, বাজার দরের সাথে সঙ্গতি রেখে ফিডিং বিল দেওয়া, অবসরপ্রাপ্ত কর্মী সহায়িকাদের গ্রাটুইটি ও পেনশন দেওয়া, কর্মী সহায়িকাদের ন্যূনতম ২৬ হাজার টাকা বেতন ও ১০ হাজার টাকা পেনশন দেওয়া, কাজের জায়গায় কর্মী সহায়িকা দের নিরাপত্তা দিতে হবে।

# মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শনে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৫ জুলাই:** ত্রিপুরার মুঙ্গিয়াকামী আর.ডি ব্লকের অন্তর্গত বিলাইহাম, তীর্থমণি, নোনাছড়া ও কাঁকড়াছড়া এডিসি ভিলেজের গ্রামগুলোর মানুষজন একটা সময় বর্ষাকালে জলবাহিত বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতো। তবে বর্তমানে জনস্বাস্থ্যে ত্রিপুরা সরকারের ঐকান্তিক উদ্যোগ ও পরিকল্পিত ব্যাবস্থাপনায় তৈরি হয়েছে প্রতিরোধের প্রাচীর। আর সেই বাস্তব চিত্র নিজে পরিদর্শন করতে বৃহস্পতিবার রাতে মুঙ্গিয়াকামী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পৌঁছালেন রাজ্যের উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী তথা ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ দেববর্মা। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছে তিনি খোঁজ নেন ঔষধের মজুত, চিকিৎসা সেবার পরিসর, জরুরি পরিষেবা ও জলবাহিত রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসা ব্যাবস্থার। তাছাড়া হাসপাতালের কর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন তিনি। রোগীদের কষ্ট শুনে তাদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন। মন্ত্রী জানান "একটা সময় ছিল, যখন বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ি গ্রামে শুরু হতো মৃত্যুর করুণ অধ্যায়। চিকিৎসার অভাবে হারিয়ে যেত কত প্রিয় মুখ। কিন্তু এখন দৃশ্যপট বদলেছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার নেতৃত্বে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য খাতে বিপ্লব ঘটে চলেছে। এখন শুধু চিকিৎসা নয়, সচেতনতা, তৎপরতা আর প্রতিরোধএই ত্রিমাত্রিক উদ্যোগে রক্ষা পাচ্ছে শত শত জীবন'। তিনি আরও বলেন, প্রতিটি গ্রামের কোণে কোণে পৌঁছে গেছেন স্বাস্থ্যকর্মী''রা। ঘরে ঘরে গিয়ে করা হচ্ছে ম্যালেরিয়া টেস্ট, বিতরণ করা হচ্ছে প্রয়োজনীয় ঔষধ, চলছে সচেতনতা শিবির। পাহাড়, জঙ্গল কিংবা দুর্গমতাকোনো কিছুই থামাতে পারছে না এই স্বাস্থ্য যোদ্ধাদের। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মুঙ্গিয়াকামী শুধু একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নয়এ যেন এক আশার আশ্রয়, এক সাহসিকতার নিদর্শন। এই উদ্যোগে যেমন কমেছে রোগের প্রকোপ, তেমনি বেড়েছে মানুষের আত্মবিশ্বাস ও সরকারের উপর আস্থা। আজকের ত্রিপুরা দেখিয়ে দিচ্ছেযদি সদিচ্ছা ও মানবিকতার সমন্বয় হয়, তাহলে প্রতিকূলতার পাহাড়ও জয় করা সম্ভব।

# বাংলাদেশে পাচারকালে কোনাবন চৌমুহনী চা বাগান এলাকায় আটক বাইক

**আগরতলা, ২৫ জুলাই :** বাংলাদেশে পাচারকালে কোনাবন চৌমুহনী চা বাগান এলাকায় আটক পালসার বাইক। ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলো পাচারকারীরা। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার দুপুরে। আটক পালসার বাইকটি উদ্ধার করে মধুপুর থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

সারা রাজ্যে বিভিন্ন এলাকায় চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত গোটা রাজ্যবাসী। নেশার টাকা জোগাড় করতে বর্তমানে একাংশ যুবসমাজ এখন চুরির বিদ্যা পাথেয় করে নিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিনিয়ত চুরির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে। রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মন্দির মসজিদ শিক্ষালয় থেকে শুরু করে আদালতে প্রতিনিয়ত হানা দিচ্ছে চোরের দল।

ঠিক তেমনীভাবে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় গ্যারেজ থেকে গাড়ির চাকা, মন্দির থেকে প্রণামী বাক্স, শিক্ষালয় থেকে বিভিন্ন কম্পিউটার সহ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সামগ্রী চুরি, করছে চোরের দল। শুক্রবার দুপুরে সীমান্তরক্ষী থাকাকালীন অবস্থায় পাচারকারীরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে বাইক ও স্কুটি চুরি করে অবৈধভাবে বাংলাদেশে পাচার করছিল। কোনাবন টিএসআর ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকা দিয়ে চুরির বাইক পাচার করতে যাওয়ার পথে এলাকার জনগণ বাইক সহ পাচারকারীদের আটক করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পাচারকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

পরবর্তী সময়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে বিএসএফ জওয়ান সহ মধুপুর থানার পুলিশ। এলাকাবাসীদের অভিযোগ একাংশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী পাচারকারীদের সাথে মিলিত রয়েছে। আর যদি না হয় তাহলে কিভাবে সীমান্তরক্ষী বাহিনী থাকাকালীন অবস্থায় পাচারকারীরা চুরির বাইক ও স্কুটি বাংলাদেশে পাচার করছে। রাজ্য প্রশাসনের দ্রুত কঠোর হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন গোটা এলাকায় জনগণ।

# দিনদুপুরে মহিলাকে অচৈতন্য করে স্বর্ণ লংকার লুট, চাঞ্চল্য ধর্মনগরে

**ধর্মনগর, ২৫ জুলাই :** উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরের টঙ্গীবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে এক চাঞ্চল্যকর ও উদ্বেগজনক ঘটনা ঘটে। সরকারি সার্ভের নাম করে এক মহিলার বাড়িতে প্রবেশ করে তাঁকে অজ্ঞান করে তাঁর কানের সোনার দুল লুট করে পালিয়ে যায় দুই অজ্ঞাত পরিচয় যুবক। আক্রান্ত মহিলার নাম জবেদা খাতুন। বর্তমানে তিনি ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ঘটনার জানা গেছে, ঘটনার সময় জবেদা খাতুন বাড়িতে একা ছিলেন। দুপুরবেলা দুই যুবক নিজেদের সরকারি কর্মচারী পরিচয় দিয়ে একটি সরকারি সার্ভে করার অজুহাতে তাঁর বাড়িতে প্রবেশের চেষ্টা করে। প্রথমে বাধা দিলেও, তাদের বারবার চাপ দেওয়ার ফলে শেষমেশ তারা ভিতরে ঢুকে পড়ে। বাড়িতে ঢুকেই এক যুবক আচমকাই জবেদা খাতুনের মুখে অজানা ধরণের এক পাউডারজাতীয় কিছু স্প্রে করে দেন, যার ফলে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন। প্রায় ২০-৩০ মিনিট পর জ্ঞান ফিরতেই আতঙ্কিত জবেদা খাতুন চিৎকার শুরু করলে আশপাশের প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন এবং তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করেন।

এদিকে, জ্ঞান ফিরে আসার পর জবেদা খাতুন দেখতে পান, তাঁর কানের একজোড়া সোনার দুল নেই। পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ, ওই দুই যুবকই দুল লুট করে পালিয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাড়িতে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছেএই দুই যুবকই অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। ধর্মনগর থানায় ইতিমধ্যেই একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটির তদন্ত জোরদারভাবে শুরু হয়েছে এবং এলাকার বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে প্রযুক্তিগত সহায়তাও নেওয়া হচ্ছে।

ধর্মনগর থানার এক উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, ঘটনাটি আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি। অভিযুক্তদের সনাক্তকরণে তৎপরতা চলছে। খুব শিগগিরই দোষীদের গ্রেফতার করা সম্ভব হবে। এলাকাবাসীরা জানান, এই ধরনের ঘটনা টঙ্গীবাড়ি এলাকায় আগে কখনও ঘটেনি। সম্প্রতি বিভিন্ন অজুহাতে কিছু অচেনা ব্যক্তি এলাকায় ঘোরাফেরা করছে এবং বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছে, যা নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে।

একজন স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, দিন দুপুরে যদি এমন অপরাধ হয়, তাহলে রাতের সময় আমরা কতটা নিরাপদ, প্রশ্ন উঠেছে। প্রশাসনের উচিত দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া। আরও এক বাসিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, "এলাকায় পুলিশের টহল বা নজরদারির কোনও উপস্থিতি চোখে পড়ে না। এই ঘটনা প্রশাসনের জন্য একটা বড় সতর্কবার্তা।

এসটিজিটি পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের দাবিতে শিক্ষা ভবনে সামনে বিক্ষোভ।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas